# কচ দেবযানী

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী
প্রণীত।

এক টাকা।

## নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

### পুরুষগণ—

ব্রহ্মা. ইন্দ্র, কার্ত্তিক, দেবগুরু বৃহস্পতি,

কাম, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য।

কচ ... ... বৃহস্পতির পুত্র।

বৃষপর্ব্বা ... .: দৈত্যরাজ।

তুহুণ্ড ... . . দৈত্য সৈনিক। ·

কুপট ... ... ঐ

অজক ... ... দৈত্য গুপ্তচর।

মন্ত্রী, সেনাপতি, দূত, দেবগণ দৈত্যগণ।

### স্ত্রীগণ—

দেবযানী .. ... শুক্রাচার্য্যের কন্যা

ইলাবতী ... ঐ সখী।

রতি, অপ্সরাগণ, নর্ত্তকীগণ, অসুর রমণী।

---

# কচ দেবযানী

## প্রথম অঙ্ক।

### প্রথম দৃশ্য।

দেব সভা।

[ ইন্দ্রাদি দেবগণ আসীন ]

অপ্সরীগণের গীত।

অজানা বিদেশী হলেও
টানি যে কাছে।
প্রাণ দিয়ে রাখি মন
নিমেষেতে জাগে প্রেম
হৃদয় মাঝে।
চোখে চোখে যদি দেখা
র'য় ছবি বুকে আঁকা
দিবা-নিশি হেরি তারে
আধ হাসি আধ লাজে।
প্রেম-নদী এই গতি
চলে উজান নিরবধি
অনুকূল প্রতিকূল
হাওয়া আছে যে পাছে।

[ গাইতে গাইতে প্রস্থান ]

[ দেবদূতের প্রবেশ ]

দেবদূত। প্রজাপতি দ্বারে উপনীত।

ইন্দ্র। সসম্মানে আনহ সত্বরে, দূত!
দেবকূল পিতামহ দেবেন্দ্র সুহৃদ।

[ দেবদূতের প্রস্থান এবং তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ ]

দেবগণ। ( দণ্ডায়মান হইয়া ) আসুন, আসুন।

ইন্দ্র। ( অগ্রসর হইয়া ) কি আজ্ঞা, হে পিতামহ,
দাসেরে তোমার?
কোন্ প্রয়োজনে,
অকস্মাৎ এ আলয়ে হ'ল পদাপণ?

ব্রহ্মা। আসিয়াছি দেবকুল হিতকামে
করিবারে পরামর্শ, অতি গোপনীয়—
দেবাসুর বিরোধ বিষয়।

ইন্দ্র। হে প্রজাপতি!
আমিও তারি তরে
দিবানিশি ভাবনায় আকুল।
চিত্ত মম বড়ই চঞ্চল—
যে অবধি শুনিয়াছি
গত যুদ্ধের বারতা
কার্ত্তিকেয় পাশে।

কার্ত্তিক। হে দেবশ্রেষ্ঠ!

কি বলিব, কথা নাহি সরে,
কতবার—কতবার
অসুরের দল করিনু নির্ম্মূল
কিন্তু—
ছায়াবাজী মত
সেই রক্তস্রোত প্রবাহিত
রণস্থল হ'তে
কেমনে অসুরদল হারায়ে জীবন,
পুনঃ আসে ধেয়ে
অস্ত্র লয়ে হাতে ;
যেন ঘুমন্তের ন্যায়
বিশ্রামের তরে
পড়েছিল রক্তনদী তীরে।
পুনঃ পনঃ এই ভাবে করিয়া সংহার
জয়ী হয়েও—
পরাজয় মানি - আসিয়াছি চলে।

ব্রহ্মা। হে দেবগণ ! জ্ঞাত আমি সব,
দেবাসুর বিরোধ মিটিবে না কভু।
শুক্রাচার্য্য দৈত্যকুল-গুরু
মৃত প্রাণে করে পুনঃ
জীব সঞ্চালন।
সে কারণে দৈত্যকুল ক্ষয়
কভু নাহি হয়।

তাই, যদ্যপি জ্ঞানে, গুণে দেবগণ
শ্রেষ্ঠ ভূমণ্ডলে
তথাপিও—
দিনে দিনে তাহাদেব দেখি শক্তিহীন।

ইন্দ্র। ( ব্যগ্রভাবে ) কি উপায় হইবে ইহার !
কি প্রকারে -
দেবত্রাস অসুরের হইবে দলন !
দেবকুল রক্ষা তরে—
যে পরামর্শ হয় সমুচিত
বল, বল পিতামহ,
প্রাণপণে মোরা সাধিব তাহায়।

ব্রহ্মা। একমাত্র আছে পথ
উত্তরিতে এই বিপদ পাথার।
"সঞ্জীবনী" মহামন্ত্র
স্বর্গপুরে হইবে আনিতে।

ইন্দ্র। কেমনে, হে পিতামহ আনিব তাহায় !

ব্রহ্মা। শুন মন দিয়া যাহা বলি আমি---
স্বেচ্ছায় দেবতা জনেক
উৎসর্গ করিবে প্রাণ
স্বরগের হিতে।
পশিতে হইবে শুক্রাচার্য্য পাশে।
শত্রুব্যূহ মাঝে—
প্রবেশিতে হবে অতি সাবধানে

কারণ,
কোনরূপে হইলে প্রকাশ
নিশ্চয় জীবন সংশয়।
জেনে শুনে ঝাঁপ দিতে হবে
এই সঙ্কট সাগরে—
কেবল দেবকুল রক্ষা তরে,
স্বজাতির হিতে।

ইন্দ্র। হে দেবতা মণ্ডলি!
আমি জিজ্ঞাসি সবারে,
কে রক্ষিতে পারে
এই দেবকুল মান?
কে রক্ষিতে পারে
এই স্বরগ সম্মান?
হবে যেতে মর্ত্তলোকে
বিপদ লইয়া মাথে
কেবল,
স্বর্গ আর দেবতার কাজে।

সকলে। স্বস্তি! স্বস্তি!

ব্রহ্মা। ক্ষান্ত হও, দেবগণ!
নহে কার্য্য এতই সরল!
নহে পথ এতই মসৃণ!
ধৈর্য্যে বীর্য্যে জ্ঞানে গুণে
যেই আছয়ে ভূষিত

একমাত্র সেই পারে—
অন্যথা, নিষ্ফল—
নিষ্ফল আশা
জানিও নিশ্চিত।

ইন্দ্র। কি আদেশ তব পিতামহ,
যথা অভিমত, কর হে প্রকাশ—
দেবগণ সবাই প্রস্তুত!
মনোনীত যেই জন তব
এখনি করিব প্রেরণ তারে।

ব্রহ্মা। বেশ, শুনহ সকলে—
কুলাচার্য্য বৃহস্পতি-সুত
কচ নামে আছে যে বিদিত—
সর্ব্বগুণে গুণাধার
ব্রহ্মচর্য্য করয়ে পালন,
প্রেরণ করিলে বিপ্রে
দৈত্যগুরু পাশে
শিষ্যত্ব সে করিবে গ্রহণ
সঞ্জীবনী মহাবিদ্যা করিতে অর্জ্জন।
যেই মন্ত্রবলে—
রণ ক্লান্ত অসুরারি সেনা
নব শক্তি বলে হয়ে বলীয়ান
দৈত্য সংগ্রামে পুনঃ হবে আগুয়ান

পদে দলি মহাশত্রু,
জয়ী হয়ে আসিবে ফিরিয়া।

ইন্দ্র। ( বৃহস্পতির নিকট গিয়া জোড়হস্তে )
হে গুরো! হে তাত—
শুনিলে ত কথা—
প্রজাপতি মুখে?
যাচি তব অভিমত
স্বর্গ-হিত কামে।

[ বৃহস্পতির তূষ্ণীম ভাব এবং অনিচ্ছা জ্ঞাপক মস্তক কণ্ডূয়ণ এবং ঊর্দ্ধপানে অবলোকন। তদ্দৃষ্টে ইন্দ্র পদতলে বসিয়া ]

হে দেব!
দেবরাজ তব পদতলে;
কৃপা করি
দেহ ভিক্ষা,
দেহ ভিক্ষা পুত্ত্রেরে তোমার
যাচি আমি—
স্বর্গ আর দেবতার তরে;
বিমুখ করোনা সুরে,
রাখ হে
স্বর্গের শোভা, স্বর্গের গৌরব
দেবতার প্রাণ তারি সাথে।

বৃহস্পতি। উঠ দেবরাজ!

প্রিয় শিষ্যগণ !
প্রতিশ্রুত আমি,
উৎসর্গ করিব পুত্রে—
স্বর্গ আর দেবতার কাজে ;
মম বংশ হ'তে যদি স্বর্গ রক্ষা পায়
প্রাণ দানেও
বিচলিত নহি আমি,
সাধিব তাহায় ।

[ দেবগণের আনন্দ এবং বৃহস্পতির প্রতি অভিবাদন ]

ইন্দ্র ।　কি বলিয়ে কৃতজ্ঞতা করিব প্রকাশ ?
এই বাক্য অতি সমীচীন
দেবকুল গুরু পক্ষে ।

বৃহস্পতি ।　দেবরাজ, চল যাই এবে
পাঠাইতে কচে
করিগে উদ্যোগ ।

ইন্দ্র ।　প্রজাপতি ! সমাগত দেবতামণ্ডলি !
আশীর্ব্বাদসহ যাচি অনুমতি !
মনস্কাম যেন সিদ্ধ হয়
স্বর্গের মর্য্যাদা যেন
রয় হে অটুট ।

[ বৃহস্পতি সহ প্রস্থান ]

ব্রহ্মা। এবে নিজ নিজ কার্য্যে
সবে করহ প্রস্থান।

[ সভা ভঙ্গ ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

### বৃহস্পতির আলয়।

[ কচের হস্ত ধারণ করিয়া কথা বলিতে বলিতে
বৃহস্পতির প্রবেশ ]

বৃহস্পতি। তাই বলি, বৎস !
জনহিতে দিতে প্রাণ
কভু না ডরিবে—
প্রাণপণে কর্ত্তব্য সাধিবে।
আচার্য্য শুক্রের গৃহে আছে যত জন
সমভাবে অকাতরে
সবারে তুষিবে।
আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি দানে
সেবিবে গুরুরে।
স্মরণ থাকিলে এই হিতবাক্য মোর
অচিরে পুরিবে পুত্র,
বাসনা তোমার।

কচ। পিতঃ!

উপদেশ তব জাগিবে সতত

হৃদি মাঝে মোর।

বৃহস্পতি। জানি বৎস চরিত্র তোমার!

লহ আশীর্ব্বাদ।

কাঁদে প্রাণ—

মনে হলে তব অদর্শন।

কিন্তু গুরুতর কর্ত্তব্যভার

অর্পিয়া তোমারে

পাঠাইতে হবে মোর

স্বর্গ আর দেবকুল হিতে।

[ একদিক দিয়া বৃহস্পতির সজল নয়নে পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে প্রস্থান। অন্য দিক দিয়া কচের গমন। বৃহস্পতি নিষ্ক্রান্ত হইলে গমনোন্মুখ কচের সম্মুখে ইন্দ্রের প্রবেশ। ]

ইন্দ্র। হে মতিমান্!

দেবের শুভাকাঙ্ক্ষা

দিবা নিশি সে প্রবাসে

রহিবে তোমারে ঘেরি—

চিন্তা নাহি তব

দেবরাজ সর্ব্বদা তোমার

রহিবে পশ্চাতে।

দেবের সম্মান ত্রিদিব বিভব,
সকলি নির্ভর আজি
তব কর্ত্তব্যের 'পরে।
গুরুপুত্র ! মনে রেখ এই কথা।
শুন, আরও কহি—
আচার্য্য শুক্রের আছয়ে নন্দিনী
দেবযানী নাম তার—
সুনিপুণা নৃত্যগীতে অতি বুদ্ধিমতী
পরম যতনে সেবিবে কন্যারে।
বড়ই আদরে শুক্র করিছে পালন।
তুষ্ট হ'লে সেই বালা,
কার্য্য বিঘ্ন হ'বে না কখন।

কচ।　　দেবরাজ !
তব উপদেশ স্মরণ থাকিবে মোর
যতদিন রহিব সেথায়।
করি যাত্রা, দাওহে বিদায়।

ইন্দ্র।　　এস গুরুপুত্র ( অভিবাদন )

[ কচ ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। কচের অদৃশ্য হওয়া পর্য্যন্ত ইন্দ্র তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ]

কোথা কাম রতি !

[ নৃত্যগীতের সহিত কাম রতির প্রবেশ ]

গীত।

মোরা আছি সর্ব্ব ঠাঁই
মোদের চেনা জানা নাই
ডাকে আর নাই ডাকে
কত আদর বিলাই।
যে না আদরে রাখি না দূরে
ধরি যতন করে
মান অভিমান
তারে কত যে দেখাই।
যাচে আর নাই যাচে
মোরা সবারে চাই।

ইন্দ্র। কাম-রতি! শুন উপদেশ,
যাবে দৈত্যপুরে—
কচে রক্ষা তরে।
মোহিতে হইবে বালায়
অতি সাবধানে
ধর এই ব্রত
দেবহিত কামে।
যাও বিলম্বে নাহি প্রয়োজন,
ঐ দেখ, কচ করিছে গমন।

[ প্রস্থান ]

[ কাম-রতির গীত ]

কাম। তারি তরে মোর
তূণে ভরা বাণ
করি যে সন্ধান।

রতি। আমি আর কি করি
অমনি ধরি
জাগাই প্রাণের টান।

কাম। ফিরে আর চাই যে না মোটে
ঐ ত আমার কাজ।

রতি। যায় ছাতি ফেটে
মুখে কথা না ফুটে
পাইযে বড় লাজ।

কাম। তবে আয় মিলে মিশে
করিগে কাজ
তা নইলে মন করবে যে আনচান।

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।

### শুক্রাচার্য্যের বাটীর সংলগ্ন পুষ্পোদ্যান।

কাম-রতির গীত।

কাম। এস লুকোচুরি প্রেমের খেলা
খেলি দুজনে,

রতি। ঐ নয়না হেনে
আমি থাকি আনমনে।

কাম। আমি ফেলি ফুলশর
করি জর জর
যদি মুচ্‌কে হাসি উঠে ভাসি
রেখ গোপনে।

রতি। নাচি খেলি আমোদ করি
এস প্রাণ মনে।

[ কাম-রতির প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান ]

( দেবযানীর গাইতে গাইতে প্রবেশ। ]

প্রাণ মন আজি কেন
হল উচাটন,

শ্যাম শোভা প্রভাতেরে
আঁধার রাখিল ঘিরে
কালিয়া ঢালিয়া দিল
মুগ্ধ উপবন,
গাঁথা মালা খালি ছিঁড়ে
ঝরা ফুল কেন পড়ে
লুটায়ে চরণ 'পরে
জানায় বেদন।
চমকি চমকে প্রাণ
ভুলিয়ে গেনু যে গান
আকাশ ভাঙ্গিয়া কিরে
হবে বরিষণ
কার তরে ছুটা ছুটী
করে যে রে মন।

( ইলাবতীর প্রবেশ )।

ইলাবতী — সখি! কার তরে গাঁথ মালা,
পরাবে কাহারে ?
ঐ গেল ছিঁড়ে—
ফুল গুলি পড়িল ভূতলে।
যাক্; বসি ঐ মঞ্চোপরি
পুনঃ গাঁথ মালা
আমি আনি ফুল তুলি
দেখি কত মালা গাঁথিবে যে তুমি।

দেবযানী। সত্য যা কহিলি,

যত গাঁথি —
মালা আজ তত যায় ছিঁড়ে।
কি হয়েছে নাহি জানি
ফুল গুলি কেন যায় খসি—
যা নিয়ে আয় ফুল তুলি,
পুনঃ আমি দৃঢ় সূত্রে গাঁথিব যে মালা।

( দেবযানী মঞ্চোপরি বসিয়া মালা গাঁথিতে লাগিল ও ইলাবতী পুষ্প চয়ন করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে কাম-রতি পার্শ্ব হ'তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সময় কচ ত্রস্ত ভাবে এদিক্ ওদিক্ কোন বস্তু অন্বেষণের ভাবে প্রবেশ করিল )।

ইলাবতী। ( দেবযানীর নিকটে গিয়া ) ও কে !

দেখ সখি, দেখলো চাহিয়ে—
কিবা লো মূরতি !
যেন রতি আশে আসিয়া মদন
ত্রস্তমনে করে অন্বেষণ।

[ দেবযানী মুখ উত্তোলন করিয়া কচের দিকে চাহিয়া দেখিল এবং প্রথম দর্শনে অনুরাগভরে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল ]

দেবযানী। সখি ! জিজ্ঞাস উহারে

কিবা প্রয়োজন—

কোন্ জাতি কোথায় নিবাস,
কার তরে চারি ভিতে
করে নিরীক্ষণ।
বিদেশী সম্ভ্রান্ত জন হয় অনুমান।
যে হ'ক সে হ'ক,
আতিথ্য সৎকার তরে
কর নিমন্ত্রণ,
পরিচয় হইবে অচিরে।

ইলাবতী। ( কচের নিকটে গিয়া ) মহাশয়!
বিদেশী বলিয়া হয় অনুমান,
কিবা প্রযোজন ?
কেন হেরি ব্যস্ত ভাব ?
কেন এত উৎসুক বদন ?
প্রকাশিতে যদি নাহি থাকে মানা—
হে মহামতি!
করিলে প্রকাশ,
সাধ্যমত মোরা তবে করিব যতন।
এবে হে বিদেশী,
যাচি তোমা করিবারে আতিথ্য গ্রহণ।
অদূরে সখি মম—
শুক্রাচার্য্য সুতা,
প্রতীক্ষায় রয়েছে দাঁড়ায়ে',
অতিথি সৎকার তরে।

কচ। চারুশীলে ! বল গিয়ে সখীরে তোমার
আমি ব্রাহ্মণ কুমার—
আসিয়াছি আচার্য্যের পাশে
শিষ্যত্ব তাঁর করিতে গ্রহণ।
মাগি দরশন,
পূজিবারে আচার্য্য শুক্রের যুগল চরণ।

( ইলাবতীর দেবযানী সমীপে গমন ও অন্তের
অশ্রুত ভাবে কথোপকথন )

দেবযানী। সখি !
তবে সসম্মানে লয়ে চল
জ্যোতিষ্মান বিপ্রের নন্দনে
মম পিতৃসন্নিধানে ;
রুষ্ট নাহি পিতা মম হবেন তাহাতে।

ইলাবতী। ( কচের প্রতি ) এস হে বিপ্রের কুমার
যাবে যদি আচার্য্য সমীপে।
পূজা পাঠে রত এবে তিনি
আশ্রম কুটীরে।

কচ। বেশ, দেখাইয়ে চল পথ—
আশীর্ব্বাদ কর দোঁহে—
মনস্কাম যেন সিদ্ধ হয়,
আসিয়াছি বহুদূর হ'তে।

[ সকলের প্রস্থান ]

( কাম রতির পুনঃ প্রবেশ )

গীত—

বিঁধ্‌লো মদন বাণ—
এখন মুখোমুখি চোখোচোখি
যাচে যে যার প্রাণ।
কাল বৈশেখী মলয় বহে
মেঘের ডাকে পিক গাহে—
প্রেমিক প্রাণে সবই মধুর
উঠ্‌ছে কতই তান।
প্রথম রাগের এইতো খেলা
কে জানে বার, কত বেলা,
কখন পাই কখন হারাই,
কখন সোহাগ, কখন মান।

( প্রস্থান )

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্বর্গ-দ্বার।

[ দৈত্য সৈনিকদ্বয়। ]

সৈনিক। দেখ লি, আজ যে ক'দিন ধরে আমরা এই স্বর্গদ্বারে পাহারা দিচ্ছি, কৈ, একটী দেবতাও কিন্তু এ পথে ভুলেও এল না,

যদি একটাকেও দেখতে পেতুম, তাহলে আর কিছু হ'ক আর না হ'ক, হাতের সুখটাতো করে নিতুম।

২য় সৈনিক। আরে তুই যেমন—এপথে কোন দেবতা এলে তো মারবি! সেনাপতি মহাশয়ের যেমন বুদ্ধি! যেন দেবতাদের মর্ত্ত্যে আসবার কেবল এই একটী মাত্র পথ, আর যেন তাদের পথও নেই, আসবার উপায়ও নেই। যদি কোন দেবতা অন্য পথে আসে, তবে সেনাপতি মশায় আটকাবেন কি করে' ?

১ম সৈঃ। দূর বোকা! অন্য সব পথেও যে এই রকম পাহারা বসেছে।

২য় সৈঃ। তা, এত আয়োজনের প্রয়োজন ?

১ম সৈঃ। প্রয়োজন না থাকলে কি এসব হচ্ছে? সেনাপতি মশায় গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেয়েছেন যে, একজন দেবতা আমাদের গুরুদেবের নিকট কোন কু-উদ্দেশ্যে আস্‌ছে। তাকে যেমন করেই হ'ক গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পূর্ব্বেই হত্যা করতে হবে! এই হচ্ছে ভিতরের কথা, বুঝলি? এখন শোন্, যদি সেই ব্যাটা দেবতা এই পথে আসে, তবে দেখতে পেলেই আমরা দুজনে এক সঙ্গে তীর মারবো। তারপর যেমন মাটীতে পড়ে যাবে, অমনি কিল চড় ঘুসি—( অপর সৈনিকের উপর কিল চড় প্রদান )

২য় সৈঃ। ( উচ্চৈঃস্বরে ) ওরে ওকি— ওকি— আমার ওপর ধপাধপ কেন রে? ওকি— ওকি! থাম্, থাম্—

১ম সৈঃ। ( সহাস্যে ) ওঃ, তুই— না না, তোকে নয়—তোকে নয়।

২য় সৈঃ। আর আমাকে নয়, মেরে ধুনে দিলি! ওঃ কি রকম লেগেছে, বল্‌তো?

১ম সৈঃ। না না, লাগেনি, লাগেনি। তারপর জান্‌লি, সে ব্যাটা দেবতা যদি তাতেও না মরে, তাহ'লে তুই এই রকম করে গলা টিপে ধরবি, আর আমি— ( অপর সৈনিকের গ্রীবা ধারণ )

২য় সৈঃ। ( উচ্চৈঃস্বরে ) ওরে বাবারে—ছাড় ছাড়! দম বন্ধ হয়ে গেল যে! গেলুম যে, ছাড়্ ছাড়্!

১ম সৈঃ। ওঃ ওঃ তোকে নয়— তোকে নয়, সেই দেবতাটাকে কি রকম ক'রে মারতে হবে, তাই দেখাচ্ছিলুম, তুই রাগ করিস নি!

২য় সৈঃ। ( রাগত ভাবে ) যাঃ যাঃ। তুই একেবারে মুখ্যু গাধা, কাণ্ডাকাণ্ডি জ্ঞান নেই! বল্‌লে কি আমি কথা বুঝি না, কি অভ্যেস— গায়ে হাত দিয়ে কথা বলা!

১ম সৈঃ। না না, রাগ করিস নি— রাগ করিস নি, ওটা ঝোঁকের মাথায় হয়ে গেছে। আয় একটু হাত বুলিয়ে দিই।

২য় সৈঃ। ( সরোষে ) যাঃ যাঃ আর আদরে কাজ নেই। আমি আর তোর কোন কথা শুনতে চাই না।

১ম সৈঃ। না না শোন শোন, আর এমন কাজটী করবো না। আয়, আয়, তোকে এক ছিলিম গাঁজা সেজে খাওয়াই। আয় আয়।

[ ১ম সৈনিক ভূমিতে উপবেশন করিয়া ঝুলি হইতে গঞ্জিকা বাহির করিয়া প্রস্তুত করিতে লাগিল। ]

গীত—

নেশার রাজা হলেন গাঁজা—
ঐ সৃষ্টির প্রথম,
জন্ম লয়ে ক্ষুদ্র শাখে—
কত শক্তি প্রাণে জাগে,
যেমন ফুল তেমনি পাতা—
কেউ কেটা নয় কম।
সর্ব্ব সিদ্ধি পাতা বেটে
সর্ব্ব বুদ্ধি কল্‌কের ঘটে,
চড়াৎ করে মাথায় উঠে—
লাগাই যখন দম।
ব্রহ্মচর্য্য সাধন ভজন
সহায় তার গঞ্জিকা সেবন,
যে না চেনে এমন রতন
ও তার বৃথাই জনম।

[ উভয়ের গঞ্জিকা সেবন উদ্যোগ ]

[ অজক দৈত্যের প্রবেশ ]

অজক। কি হে— তোমরা তো বেশ পাহারা দিচ্ছ দেখছি!

১ম সৈঃ। কে অজক মহারাজ— আসুন, আসুন। ( অভিবাদন )

অজক। বেশ পাহারা দিচ্ছ কিন্তু!

১ম সৈঃ। কেন, কি হয়েছে কি? আমরা তো দিবারাত্রি জেগেই বসে

আছি। কি রকম কড়া পাহারা দিচ্ছি তা, সেনাপতি মশায় জানেন।

অজক। তিনি কি জানেন জানি না আমি তো দেখছি বেশ বসে' বসে' গাঁজা ফুঁক্ছো।

১ম সৈঃ। ওটা কি জানেন— ওটা একটু অভ্যেসের দোষ।

অজক। সে যা হ'ক, যাকে ধরবার জন্য পাহারা দিচ্ছ, সে যে এতক্ষণ স্বর্গ থেকে নেবে এসে গুরু-কন্যার সঙ্গে বেশ প্রেমালাপ আরম্ভ করে দিয়েছে।

১ম সৈঃ। ( সাশ্চর্য্যে ) কি বললেন—দেবতা নেবে এসেছে— আমাদের সামনে দিয়ে— এই পথে ?

অজক। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই পথে এসে সে যে অবাধে শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে চলে গেছে !

১ম সৈঃ। মিথ্যে কথা— এ পথে আজ পর্য্যন্ত কীট পতঙ্গটী পর্য্যন্ত যেতে পায় নি — দেবতা তো দেবতা ! কেন পরিহাস করছেন মশায় ?

অজক। পরিহাস কিম্বা মিথ্যা কথা নয়। তোমাদের সামনে দিয়েই চলে গেছে।

১ম সৈঃ। তাইতো, অবাক করলেন যে !

অজক। অবাক হবার কথাই বটে ! আমি যে তার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গ হ'তে গুপ্ত ভাবে চলে আস্ছি। আমি সব জানি। তোমরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য—ধরতে পারলে না !

১ম সৈঃ। (২য় সৈনিকের প্রতি) কৈ রে, কে কখন গেল বল দেখি? কাউকে তো যেতে দেখিনি— তবে কি অদৃশ্য হয়ে' গেল নাকি?

অজক। অদৃশ্য হয়ে যাবে কেন, দিব্যি পট্টবস্ত্র পরিধান করে' কপালে শ্বেত চন্দন ধারণ করে' গম্ভীর পাদবিক্ষেপে তোমাদের মুখে চূণ কালি মাখিয়ে চলে গেছে।

২য় সৈঃ। ওরে সেই নাকি! সেই যে একজন ব্রাহ্মণ? হ্যাঁ হ্যাঁ একজন ব্রাহ্মণ গেছে বটে— দেবতা কোথায়? সে যে একজন ব্রাহ্মণ!

১ম সৈঃ। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। একজন ব্রাহ্মণের ছেলে তাকে তো আমরা ইচ্ছে করেই ব্রাহ্মণ বলে ছেড়ে দিইছি।

অজক। বেশ করেছ— সেই তো, যাকে হত্যা করবার জন্য তোমরা এতদিন পাহারা দিচ্ছ, সেই তোমাদের হাত ছাড়িয়ে চলে গেল— আর তোমরা বসে' বসে' বেশ গঞ্জিকা সেবন করছো।

২য় সৈনিক। তাইতো!— ব্রাহ্মণ সেজে ছদ্মবেশে চলে গেল! এখন উপায়?

অজক। উপায় আর কি, এখন বহু গোলযোগের মধ্যে পড়তে হ'ল। যা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চেয়েছিলাম, তা যে এখন বৃহৎ মহীরুহতে পরিণত হ'তে চললো!

১ম সৈঃ। অজক মহারাজ! আমরা এখন কি করি? সেনাপতি মশায় শুনলে তো আর রক্ষে রাখবেন না!

অজক। তিনি তো এখনই শুনবেন।

১ম সৈঃ। দোহাই আপনার— আমাদের রক্ষে করুন, আমাদের বাঁচান !

অজক। তোমাদের বাঁচান, সে তো অল্প কথা, কিন্তু এখন দৈত্যকুল বাঁচানই দুষ্কর ! আমার মতে তোমরা দৈত্যকুল-কলঙ্ক, তোমাদের মৃত্যুই শ্রেয়ঃ !

১ম সৈঃ। না বাবা অজক মহারাজ, ওকথা বলবেন না। আমরা ম'লে আমাদের গৃহ শূন্য হ'য়ে যাবে যে ! আপনার পায়ে পড়ি— ( পদধারণ )

অজক। নে ছাড়্ ছাড়্, তোদের ক্ষমা নাই, আমাকে ছাড়্।

১ম সৈঃ। আপনি অভয় না দিলে আপনাকে আর ছাড়্ছি না। এই চরণ ধ'রে পড়ে রইলুম।

অজক। একি আপদ ! ছাড়্ ছাড়্—আমার কাজ আছে, ছেড়ে দে, — তবে মর্— ।

[ পদাঘাত করিয়া বেগে প্রস্থান ]

( উভয় উভয়কে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন )

---

## তৃতীয় দৃশ্য।

### শুক্রাচার্য্যের আশ্রম।

( শুক্রাচার্য্য শাস্ত্র পাঠে রত )

শুক্রাচার্য্য। সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ॥

( দেবযানীর প্রবেশ )

দেবযানী। পিতঃ!

শুক্রাচার্য্য। কে— দেবযানী?— কি সংবাদ?

দেবযানী। পিতা,
এসেছে নবীন তাপস এক আশ্রম দুয়ারে,
যাচে তব চরণ বন্দন।

শুক্রাচার্য্য কে সে?
যে-বা হয় ল'য়ে এস তারে।

দেবযানী। ( উচ্চৈঃস্বরে ) সখি, ল'য়ে আয় বিপ্রের কুমারে।

শুক্রাচার্য্য। দেবযানী,
দিয়াছ কি পাদ্যার্ঘ্য ব্রাহ্মণ কুমারে?

দেবযানী। হাঁ পিতা,
পূজিয়াছি সযতনে অতিথি সজ্জনে।

( ইলাবতীর সহিত কচের প্রবেশ )

( কচের প্রতি ) আসুন হে দ্বিজবর !
ঐ মম পিতা শাস্ত্র পাঠে রত।

( কচের অভিবাদন )

( শুক্রের প্রতি ) পিতা,
তব শিষ্যত্ব করিতে গ্রহণ
আসিয়াছে এই কিশোর ব্রাহ্মণ,
পরিচয় লইয়ে ইহার
হয় যদি মতি
শিষ্য বলি সম্বন্ধ করিয়ে স্থাপন
পরিতুষ্ট কর নবাগত অতিথি ব্রাহ্মণে।

( শুক্রচার্য্য কচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং পরমুহূর্ত্তেই দেবযানীর মুখাবলোকন করিয়া পুনরায় কচের মুখপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন )

শুক্রাচার্য্য। ( কচের প্রতি ) কে তুমি ?—
তেজঃপুঞ্জ সমন্বিত শোভন বালক,
দেহ পরিচয়, কোন্ বংশ সমুদ্ভব—
কাহার তনয় ?
কোন্ ঋষিকুলে জনম তোমার ?

কচ। হে মহাভাগ, প্রণমি' চরণে,
সৌভাগ্য এ দাসের দিতে পরিচয়
আচার্য্য সকাশে।
মহর্ষি অঙ্গিরা— নাম যাঁর ব্রহ্মাণ্ড প্রচার

পৌত্র আমি তার,
দেবগুরু বৃহস্পতি সুত
কচ নাম মোর।
আসিয়াছি তব পাশে বিদ্যা অর্জ্জিবারে।
শিষ্য বলি করিয়ে গ্রহণ—
কৃতার্থ করগো মোর আঁধার জীবন,
বিদ্যা বুদ্ধি হীন অজ্ঞান ব্রাহ্মণ।

শুক্রাচার্য্য। হে দেবগুরু-পুত্র কচ!
তুষ্ট আমি তব অভিলাষে,
কিন্তু,
তব পিতা পূজ্য সর্ব্বলোকে—
সর্ব্ব বিদ্যার আকর—
এ হেন পিতার পুত্রে
অধ্যাপনা সাজে কি আমার?
কি শিখাব আমি?

কচ। তব অনুমতি ল'য়ে
প্রস্তুত আমি অধীতে সকল বিদ্যা
যাহা আছে তব কাছে।

শুক্র। (সহাস্যে) তথাস্তু,
অঙ্গীকার করি আমি,
সর্ব্ব বিদ্যায় তোমায় করিব ভূষিত—
ন্যায়, অলঙ্কার, দর্শনাদি আছে যত।
আর কিছু—

ইহা ভিন্ন আছে কি শিখিতে ?
( কচ ভূমি পানে চাহিয়া রহিল )
কেন নীরব ?
সরলতাপূর্ণ মুখচ্ছবি,
হৃদে কেন কপটতা রাখিছ পুষিয়া ?
কহ—
কহ তব সঙ্কল্পিত মানস বিষয়।

কচ। ( জোড় হস্তে ) অন্তর্য্যামী তুমি দেব,
ক্ষম অপরাধ।
তুষ্ট হ'য়ে যাহা দিবে
আশীর্ব্বাদ বলি ধরিব মস্তকে—
প্রতিবাদ কিম্বা যাচনা
কভু না করিব।

শুক্র। পরিতুষ্ট আমি কচ, তোমারি কথায়,
এবে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত , করহ গ্রহণ।
সদা আজ্ঞা মোর করিবে পালন
বৎস, শিষ্যত্বে বরণ আজই করিব তোমায়।

কচ। হে ভার্গব,
হৃষ্ট প্রাণ মন,
তব আজ্ঞা প্রাণপণে করিব পালন।
শিষ্যত্ব দাসত্ব ব্রতে
দিবানিশি সেবিব চরণ— প্রতিজ্ঞা আমার।
এই আকিঞ্চন চরণে তোমার,

কৃপাবারি যেন পাই,
ক্ষমা করো দোষ মম;
যদি কভু ঘটে।

শুক্র। দেবযানী,
লয়ে যাও কচে বিশ্রামের তরে,
এবে উপনীত হোমের সময়,
সাক্ষাৎ হইবে পুনঃ হোম অবসানে।
কচ,
থাকিবে প্রস্তুত,
স্মরণ মাত্রে উপস্থিত হইবে আসি যজ্ঞের আগারে।

[ শুক্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান ]

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥
যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥
বেদান্তের গুহ্য তত্ত্ব
বিচলিত চিত্তে কভু
নহে শিক্ষনীয়—
হ'ক পুত্র হ'ক শিষ্য
উপযুক্ত যদি নাহি হয়।

( হোম করিবার উদ্যোগ )

# চতুর্থ দৃশ্য।

## দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা এবং সভাসদগণ আসীন।

নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীত—

লহ প্রাণ লহ প্রাণ, করি আকিঞ্চন,
মরমে দিওনা ব্যথা ধরি ও চরণ।
কত দিন, কত ক্লেশে
আঁখি জলে বক্ষ ভেসে,
তবু ওগো হেসে হেসে করেছি যতন।
আঁকিয়া রেখেছি ছবি
ভুলিবে যখনি সবি
অবসরে করো গো স্মরণ
মুহুর্ত্তেক, নহে বেশীক্ষণ।

[ নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ]

বৃষপর্ব্বা। মন্ত্রি, কহ মোরে,
অজক কি আসিয়াছে ফিরে
শুক্রাচার্য্য গৃহ হতে ?
কি সংবাদ আনিয়াছে পুনঃ ?
সত্যই কি
বৃহস্পাতি-সুত শিষ্যত্ব করেছে গ্রহণ
সঞ্জীবনী মহাবিদ্যা করিতে অর্জ্জন ?
হায়, সত্যই কি
দৈত্যগুরু ভুলিবে অসুরে !
নিশ্চয় গুরুদেব হারায়েছে জ্ঞান

তাই বৃহস্পতি-সুতে দিবে বিদ্যা দান।
দীপ্ত সূর্য্য অসুরের হবে অস্তমিত,
উচ্চতর সোপানে দেবকুল
হবে অধিষ্ঠান!

মন্ত্রী। হে রাজন্, সকলি সত্য,
আসিয়াছে বিপ্রের কুমার
শুক্রের আশ্রমে, দেবতা আদেশে।
অঙ্কুরে বিনষ্ট চেষ্টা এখনি উচিত,
অন্যথা,
এই বিপ্র হতে দৈত্যকুল হইবে নির্ম্মূল!

বৃষপর্ব্বা। বিচলিত চিত্ত মম,
নিশ্চয় নির্দ্ধারণ করিতে পথ
উচিত এখনি।
নিবার নিবার শুক্রে—
বিলাইতে মহামন্ত্র তার।
ছলে, বলে অথবা কৌশলে
অপসৃত ক'রে দাও
স্বর্গের ব্রাহ্মণে, চিরতরে।
অদর্শন হয়ে যাক্
দৈত্যগুরু সনে,
তবে আর, না আসিবে কেহ মহামন্ত্র তরে!
স্বর্গপুরে তুলে দাও—
ভীষণ হাহাকার।
ভেবেছে কি নীচ মন স্বর্গবাসীজন,

ছল করি বিপ্রসুতে করিয়ে প্রেরণ,
অবাধে লইয়ে যাবে—
কৌস্তভ হইতে সে যে অমূল্য রতন,
করি' ধূলি আবরণ অসুর চক্ষেতে !

মন্ত্রী। কি করিব মহারাজ,
সেই বিপ্রের কুমার
শুক্রের আপন গৃহে
করে সদা বাস !
তদুপরি,
যৌবন গর্ব্বিতা দেবযানী
গুরুর নন্দিনী, প্রেমে মুগ্ধা তার।
তাই রয়েছি নীরব
চঞ্চলতায় সব ব্যর্থ হবে।

বৃষপর্ব্বা। ( ক্রোধে ) কি—এখনও নীরব ?
বিচারের আছে কি সময় ?
নাহি প্রয়োজন মন্ত্রণা গভীর,
স্বহস্তে বধিব বিপ্রে, স্বর্গের দুলালে।
দেখি, কে রক্ষিবে তারে !

মন্ত্রী। ক্ষান্ত হ'ন মহারাজ,
নহে এ তো ব্যস্তের সময়—
দেখুন চিন্তিয়া,
গুরুদেব শুক্রাচার্য্য
এরই সাথে আছেন জড়িত ;

তাই ভয় হয় মনে,
অঘটন ঘটিবারে পারে।

বৃষপর্ব্বা। নাঃ— বিষম প্রমাদ দেখি ঘটাল ব্রাহ্মণ
স্বর্গ হ'তে আসি।
মতিভ্রম হয় বুঝি মোর—
যাহা হয়, সত্বর কর সবে পথ নিদর্শন।
ভাল মন্দ কিছু না গণিবে,
ধরা পৃষ্ঠ হ'তে তারে এখনি সরাবে,
যেন কোন মতে গুরু তার না পায় সন্ধান,
মন্ত্র বলে দিতে প্রাণ দান!

[ বেগে প্রস্থান ]

মন্ত্রী। তাইত— সভাসদগণ,
কর চিন্তা সবে, সমস্যা জটিল,
কেমনে নাশিবে সেই দৈত্যকুল অরি।
এবে চল যাই মন্ত্রণা কারণ।

[ প্রস্থান ]

## পঞ্চম দৃশ্য।

### পুষ্পোদ্যান।

( উদ্যান মধ্যে সরোবর তীরে কচ একাকী বসিয়া। )

কচ। আহা,
সরসীর নীরে কিবা শোভা হেরি,

প্রস্ফুটিত কমলের দল
বায়ু ভরে হেলিছে দুলিছে ;
আহরণ করি, যদি পারি,
দিব উপহার গুরু-কন্যা পদে।

সরোবর হইতে কচের পুষ্প তুলিবার চেষ্টা এবং অপর পার্শ্বে গাইতে গাইতে সখীসহ দেবযানীর প্রবেশ। )

দেবযানীর গীত—

ফুলের কিবা দোষ,
অলি করে জ্বালাতন,
বসিয়ে হৃদয় প'রে
কচি কলি বিদরে,
লুটিয়ে পরাগ মধু
করেরে শোষণ।
ভালবেসে অবশেষে
নিশিতে শিশিরে ভেসে
ঝরিয়ে পড়ে সে খ'সে,
ফিরে না. ফিরে না চেয়ে
নাহি লাগে মন!

কচ। ( নেপথ্যে ) উঃ!

দেবযানী। ( সচকিতে )
কাতরোক্তি কেবা করে হেথা ?
[ চারিদিকে অবলোকন ]

ঐ যে !— কচ ?
আয় সখি দেখিগে,
অসময়ে কেন কচ আইল উদ্যানে ।

( উভয়ের দ্রুত প্রস্থান । তৎক্ষণাৎ কচের
হস্ত ধারণ করিয়া প্রবেশ )

কিসের আঘাতে কচ মলিন বদন ?
আচম্বিতে কেন তব কাতর লক্ষণ ?
( কচের অঙ্গুলিতে শোণিত দেখিয়া )
এ কি ? এ যে শোণিত !
সখি ! সখি !
আন শীঘ্র বারি ।

[ সখীর প্রস্থান এবং বারি হস্তে প্রবেশ । দেবযানী কর্ত্তৃক কচের
অঙ্গুলি ধৌতকরণ এবং নিজবসনাঞ্চল ছিন্ন
করিয়া বন্ধন করিতে করিতে । ]

বল বল, হে কচ,
কেমনে,
অঙ্গুলি হইতে শোণিত হইল নির্গত ?

কচ । কিছু নয়, কিছু নয়, দেবযানী !
কণ্টকে বিদ্ধ অঙ্গুলি আমার
পুষ্প আহরণে ।
দেখিছোনা— সামান্য ক্ষত !
বৃথা তুমি কষ্টে ব্যস্ত আমার তরেতে ।
কিবা আসে যায় ওতে ?

ছাড় হস্ত-— ধৌত কর বসন তোমার।
কেন কর এত ক্লেশ সামান্য কারণে ?
কি বলিবেন গুরুদেব শুনিলে এ কথা !
চাও কি বাঁধিতে মোরে
তব স্নেহ ডোরে,
রাখিতে হেথায় চিরদিন তরে ?

দেবযানী। যাক্—রুদ্ধ এবে শোণিত প্রবাহ,
কেমন—সুস্থ এবে তুমি ?
শুন কচ মম উপদেশ,
ভবিষ্যতে একাকী কভু না আসিবে
পুষ্প আহরণে,
হে সরল ব্রাহ্মণ !
সাজে কি তোমার ঐ পুষ্প আহরণ ?
তুমি পটু— কোসাকুসি দুর্ব্বাপত্রে
করিবারে হস্ত সঞ্চালন !
মন তব কোথা ছিল ?
স্বর্গ পানে !— নয় ?
পুষ্পের কণ্টক বিঁধে গো তাহারে
যে চায় তারে দলিবারে।

কচ। বৃথা গঞ্জ দেবযানী,
সামান্য কারণে।

দেবযানী। সখি, শোন্, শোন্,
কর লো বিচার।

কি বাক্য বলিনু আমি গঞ্জনার তরে ?
যাক্ সে কথা,
বল দেখি কচ—
অকলঙ্ক পুষ্প বৃন্তে
কেন গো কণ্টক ?—
জান কি তুমি— হে স্বর্গ অভিমানি ?

কচ। মূর্খ আমি—
পুষ্পের রহস্য কথা কেমনে জানিব !

দেবযানী। আমি জানি,
শোন তবে—
শুধু রক্ষিবারে নিজ মান আপন গৌরব,
বাধা দেয় ফুল !
কারণ, অরসিক জন যদি যায় ফুল বনে,
সে না দেখে সৌরভ না পায় সুবাস,
মিছামিছি বৃন্তচ্যুত করে ফুলগণ,
প্রতিদানে পায় শুধু কণ্টক দংশন।
কাঁটা বনে কেন কচ দিয়েছিলে হাত,
তাইত অঙ্গুলি তব পেয়েছে আঘাত !

কচ। সুচতুরা সুনিপুণা ভাষে,
বাক্যে কেবা আঁটে তোমা সনে !
কণ্টকেরি বনে,
নিত্য করি পুষ্প আহরণ,
হেন,

অঘটন কভু ঘটে নাই এমন !
পদ্মের মৃনালে কাঁটা—
কেবা নাহি জানে ?
সুন্দর গোলাপও ফুটে
কাঁটা বিদ্যমানে !
কে কোথায় কণ্টকেরি ডরে
ত্যজে ফুলবন ?—
নিবৃত্ত কি হয় তার সে পুষ্প চয়ন ?
তাই বলি, পরিহাস বৃথা তব
দেখি মোর কণ্টক দংশন।

দেবযানী। ( সহাস্যে ) বেশ, বেশ,
বাখানি তোমারে কচ !
অধ্যবসায় দেখিব তোমার,
এবে,
কাঁটাবনে পুনঃ এসে
অক্ষত হস্তেতে,
যদি পার তুলিবারে কুসুম নিচয়,
একনিষ্ঠ, তীক্ষ্ণমতি বলিব তোমায়।
কিন্তু,
নিজ দোষে কাঁটা যদি বিঁধে তব হাতে
বল, বল হে ধীমান !
ফুলই কি— একমাত্র দোষী হবে তাতে ?

কচ। পরাজয় মাগি তব কাছে।
কুক্ষণে কাঁটা আজি বিঁধিল হস্তেতে।

দেবযানী। সখি, আয়,

নৃত্য গীতে কচে মোরা তুষি কতক্ষণ।

জানিস্ ত— মরমে বড়ই ব্যথা পেয়েছে ব্রাহ্মণ।

বিশেষতঃ

তোর সাথে হেরিয়া আমায়

অপ্রস্তুত হইয়াছে !

পাছে,

প্রকাশ হইয়া কথা স্বর্গপুরে যায় !

তবে যে উঠিবে হাসির রোল

সুরাঙ্গনা মাঝে !

কচ। তব পরিহাস

পুষ্পের কণ্টক হ'তে অতি তীক্ষ্ণতর,

যাই চলি পরাজয় মানি।

[ গমনোদ্যোগ ]

দেবযানী। ( কচের হস্ত ধারণ ) না না, বন্ধু যেও না, যেও না,

কিছু না বলিব আর।

তবে,

অতিথি সজ্জনে অতি সযতনে,

প্রতি দিনই মোরা

পুষ্প তুলি দিব।

এস, ত্যজি মনস্তাপ

এবে শোন সঙ্গীত আলাপ।

দেবযানীর ও সখীর গীত।

কোন্ গাছে কোন্ ঝোঁপে ব'সে,
গাস্ পাখী তুই গান
সকল বীণা থামিয়ে দিয়ে
তুলিস্ রে তুই তান,
কখন চাই আমের শাখে,
কখন চাই পাতার ফাঁকে,
ডাকিস্ রে তুই কোথায় থেকে
পেতে থাকি কান।
কি যে তোর মধু গানে
কি সুর ঢালে আমার প্রাণে,
না জানি ঐ কুহু তানে—
কি যে মোহের টান।

কচ। মুগ্ধ আমি দেবযানী!
শুনি তব সঙ্গীত লহরী!
আশা মিটে না প্রাণে,
যত শুনি, ততই বাড়ে যে মাধুরী—
ততই স্নিগ্ধ করে মন।
তান প্রস্রবণ অতি মধুময়—
তৃপ্ত মদিরায় মত্ত আমার শ্রবণ!
আহা, কি সুধা ঢালিয়া দিলে
অন্তরে আমার!
তাই, মিটে না মিটে না তৃষা,
মনে হয়— শুনি বার বার।

দেবযানী। ভাল কথা,
নিত্যই ত শোণ তুমি মোদের সঙ্গীত।
স্বরগের ছন্দ গাঁথা,
নিশ্চয় তব নহে অবিদিত।
ঢাল যদি সেই সুধা,
কৃতার্থ মানিবে মোদের
অধীর শ্রবণ।
বিখ্যাত জগত মাঝে
অপ্সরা সঙ্গীত!
সেই নির্ঝরিণী ধারা হ'তে
বিন্দু মাত্র দেহ মোদের—
করি আস্বাদন।
(সহাস্যে) আর পার যদি
কৌশলে দেখায়ে দিবে
কুটিল কটাক্ষ-ছটা সুর ললনার
তারি সাথে।

কচ। ক্ষমা দেহ দেবযানী!
অক্ষম, নিতান্ত অক্ষম আমি।

দেবযানী। না না, শুনিব না কোন কথা,
জানি মোরা,
সঙ্গীতে তব আছে অধিকার।
মোদের শুনালে

মর্য্যাদা না হবে হীন
স্বর্গবাসী জনে।

কচ। স্বরগ সঙ্গীত চাহ শুনিবারে ?
কাহার শকতি হেন
সেই সুধার লহরী
পারে ছড়াইতে
বিনা সেই নন্দন কানন ?
যে সঙ্গীতে নাচে মন্দাকিনী,
পারিজাত গন্ধ সহ ভাসায় তটিনী,
যে সঙ্গীতে স্তব্ধ হয় বিহগ কূজন,
পেখম ধরিয়া নাচে বৃক্ষে শিখিগণ !
আকুল দেবকুল ;
ভুলে নিজ কাজ
আছেন মোহিত হয়ে নিজে দেবরাজ !
মুরজ, শরদ, বীণা অপ্সরীর কলকণ্ঠ
একই সুরে বাঁধা—
বড়ই দুর্লভ, বড়ই দুর্লভ দেবি !
অন্যজনে সাধা।
শোন বলি,
তা অপেক্ষা, গাও, গাও দেবযানী,
আমি মুগ্ধ হয়ে শুনি
তব সঙ্গীতের বাণী।

দেবযানী। যাক্, কাজ নাই,

সুখে থাক্ তব স্বর্গবাসীজন—

অপ্সরী সঙ্গীতে,

সদাই ভরিয়া থাক্ তাদের শ্রবণে।

আয় সখি,

শুনাইব যাহা জানি মোরা—

লালিত্য বিহীন কণ্ঠে কর্কশ বেসুরে।

গীত—

সোণার বরণ মেঘের ভালে

কে দিলরে টিপ্,

আঁধার ঠেলিয়ে দূরে

জ্বালিল প্রদীপ্।

একধারে দেখায়ে মুখ

আন্ ধারে ডোবে,

নিত্যইতো হাসে খেলে

নিত্য নতুন ভাবে,

হেরিয়ে পুলকে বিশ্ব

থাকেরে সজীব।

কচ। মধুমাখা কণ্ঠ তোমাদের!

সুধাময় নহে হেন,

অপ্সরা সঙ্গীত নন্দন আলয়ে।

দেবযানী। ধন্য কচ,

ধন্য হে তোমারে বন্ধু,

আর ধন্য তব স্বর্গবাসিজনে—
পরিহাসে এত পটু যারা।
যাক্, চল যাই,
কথায় কথায় দেখ বেড়ে গেল বেলা
চল চল যাই পিতার সদনে।
উৎকণ্ঠিত আছেন তিনি
না হেরে আমায় বহুক্ষণ।

কচ। যাই চল,
যথা লয়ে যাবে।

[ সকলের প্রস্থান ]

## ষষ্ঠ দৃশ্য।

( শুক্রাচার্য্যের টোল, ছাত্রগণ আসীন )

১ম ছাত্র। এখানে এসে বিদ্যাবুদ্ধি কিছু হোক আর না হ'ক, সকলেরই পেটের আয়তনটী বেশ বেড়ে যাচ্ছে, দেখছি! আর বাড়বেই বা না কেন? যে নিমন্ত্রণের ধুম—আজ বিয়ে, কাল পৈতে, নিত্যই একটা না একটা লেগেই আছে। আমাদের গুরুদেব ত তার একটাও ছাড়বেন না! আমাদেরও সঙ্গে যাওয়া চাই।

২য় ছাত্র। এ ভাই তোমার অন্যায় কথা—না গেলেই বা চলবে কি করে, আমাদের এক একটী ত গো কম নয়! ওরই উপরে বসে অন্ন ধ্বংস কচ্ছি। যদি গুরুদেবকে নিত্যই আমাদের সকলের উদর গহ্বর কটী পূর্ণ করতে হ'ত, তবে অনেক দিন পূর্ব্বেই তাঁকে বাণপ্রস্থে যেতে হ'ত।

( এই সময় অপর একটী ছাত্র লিখিতে লিখিতে প্রবেশ করিল। )

১ম ছাত্র। ঐ দেখ ক্ষ্যাপা আস্‌ছে। কবিতা কবিতা করে ছোঁড়া পাগল হয়ে গেছে! দেখছনা, কেমন লম্বা লম্বা চুল রেখেছে, আবার বিনিয়ে বিনিয়ে নাঁকি স্বরে কথা কয়— আর সদাই যেন অন্যমনস্ক, কি যে লেখে তার মাথাও নেই, মুণ্ডও নেই। ওহে কাব্যকুল চুড়ামণি! বলি চেয়েই দেখনা! বলি চেয়েই দেখনা! আজ আবার ও কি লিখছ?

৩য় ছাত্র। ( কাহারও পানে না তাকাইয়া ) তোমরা কি বলছ?—একটু থাম—একটু থাম— এই আর এক চরণ ( অন্য মনস্কে ২য় ছাত্রের গাত্রে এক পদ তুলিয়া দেওন। )

২য় ছাত্র। ( উচ্চৈঃস্বরে ) আরে—আরে—আর এক চরণ আমার ঘাড়ে কেন? ওকি, ওকি ( ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেওন )।

৩য় ছাত্র। ( ভূতলে পতিত হইয়া লিখিতে লিখিতে ) তোমরা শুনবে নাকি, কি লেখা হ'ল? ( উত্থিত এবং দণ্ডায়মান হইয়া ) দেখ, আমার এ কবিতা শুনতে হ'লে আমি যা যা বলি তাই কর। যদি বুঝতে চাও, তবে প্রথমতঃ আমার দিকে বাষ্পাকুল লোচনে চেয়ে থাক—আমার মুখখানা ভাল করে' পর্য্যবেক্ষণ কর। তবে শোন ( ভঙ্গির সহিত )

অশনি ঘর্ঘর করি ব্যোমবর্ত্ত,
আপদ শ্বাপদ কুল ভেটিল গর্ত্ত
জিঘাংসা মীমাংসা তৃষ্ণা সার
আর্ত্ত অম্বুনিধি ঘিরে উঠে হাহাকার,
খপাকর নিশাকর জোছনা আসর,
উর্ম্মিমালা ফেনশালী যেন গো সাগর,
পট্টবস্ত্রে অট্টহাসি ধরিল যে গলা
দ্রবিতা স্বেদ মুক্তা উঠি চমকিলা।
কার তরে উঠে রোল
কেবা দেয় হরিবোল,
কার বা হ'ল শেষ পালা ?
শ্বশ্রু কন্যা ধরা আছাড়িলা।

১ম ছাত্র। আরে ছি ছি—এর নাম কবিতা! এ আবার লেখা! এতে না আছে ভাব, না আছে অর্থ—কেবল বাক্যের ছটা। হাঁ যদি কবিতা বলতে হয়, আমাদের দর্শনেশ ভায়া যে কবিতা লিখেছেন, সে অনেক ভাল—যেমন প্রাঞ্জল, তেমনি ভাবপূর্ণ! সকলেই বুঝতে পারে, তা না হলে কতকগুলি দাঁত ভাঙ্গা কথা মিলিয়ে দিলেই কবিতা হ'ল নাকি ?

২য় ছাত্র। তোমার মত মূর্খ অর্ব্বাচীন ত কখন ও দেখি নাই! যে কবিতা সকলে বুঝ্তে পারে, সে কি আবার কবিতা হ'ল নাকি? কবিতা কাকে বলে জান?—কখনও কবিতা লিখেছ? কবিতা হল শব্দব্যোম! তার অক্ষরে তার ভাবে, তার ছন্দে রসধারা এমন লুক্কায়িতভাবে প্রবাহমান

থাকিবে, যে তার সন্ধান কেউ পাবে না—এমন কি আমি যে এই সব কবিতা লিখ্‌ছি, আমি ও তার অর্থ ক'রতে পা'রব না! এই না হলে কবিতা? কবিতা লেখা কি কথার কথা? না না, তোমাদের সঙ্গে আমার থাকা হ'ল না। আর কিছু পড়ে শোনাব ভাব্‌ছিলাম – তা আর হ'ল না—যত অকাট মূর্খ!

( প্রস্থান )

( কচের প্রবেশ )

১ম ছাত্র। এস এস কচ, এস। এতক্ষণ কোথায় ছিলে—এমন কবিতা শুন্‌তে পেলে না?

২য় ছাত্র। তুমি বুঝি এতক্ষণ অধ্যাপক মহাশয়ের অন্দরে বসে পড়া শুনা কর্‌ছিলে? তুমি ভাই আছ ভাল! মিষ্টান্ন খাও আর না খাও, মিষ্টি কথা ও যত্ন পাও ত!

কচ।
নহে মিথ্যা বাণী,
পরম আদরে মোরে
বাঁধিয়া রেখেছেন
গুরু আর দেবযানী।
বহু কৃপাদানে পালিতেছেন
এই গুণহীন স্বর্গের ব্রাহ্মণে।
কেমনে কৃতজ্ঞতা করিব প্রকাশ!
যদি হয় প্রয়োজন
দিতে পারি প্রাণ, এর প্রতিদানে।

১ম ছাত্র। চুপ চুপ—ঐ গুরুকন্যা আস্‌ছেন !

( দেবযানীর প্রবেশ )

দেবযানী। এই যে কচ—হেথা তুমি ?
কোথা ছিলে এতক্ষণ ?
পিতা তব করেছে স্মরণ—
তেঁই আমি পাতি পাতি ঘুরি সর্ব্ব ঠাঁই
আসিয়াছি হেথা লইতে সন্ধান।
ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ কিছু নাহি কি তোমার ?
স্বর্গে বুঝি এ সবের নাহি আবশ্যক ?
চল, চল যাই
পাঠে আর নাহি প্রয়োজন।

কচ। চল তবে
গুরুদেবে করিগে দর্শন।

কচ ও দেবযানীর প্রস্থান ]

১ম ছাত্র। তাই ত বলি—এর মধ্যে এত ! ধন্য কচ, তুমিই ধন্য ! এস, আমরা বসে' বসে' 'সুপ' "আত্মনঃ ক্যচ্ সুপঃ আত্মনঃ কচ্" করি। আমাদের যে কাজ !

২য় ছাত্র। গুরু কন্যাটী ত কম নন ! দেখলে—কচটাকে কেমন চোখে চোখে রেখেছে ! একটু না দেখ্‌লে একেবারে অস্থির !

১ম ছাত্র। আরে, ও কি—তুমি আমি !—ও হলো স্বর্গের ব্রাহ্মণ। তাতে বৃহস্পতির পুত্র। ও স্নেহ পাবে না—স্নেহ পাবে কে ? যাক্, আমরা ত স্বর্গবাসী নই, আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে। এখন তারই নিবৃত্তির চেষ্টা করা যাক্।

২য় ছাত্র। সেই কথাই ভাল, চল চল। বাতাস খেয়ে তো আমরা বেঁচে থাক্‌তে পারবো না! আমাদের পেটে ভারী কিছু চাই।

[ সকলের প্রস্থান )

## সপ্তম দৃশ্য।

শুক্রাচার্য্যের বাটীর সংলগ্ন পথ।

( মস্তকে যজ্ঞ কাষ্ঠ, সমিধ ও অন্যান্য উপকরণাদি সহ কচের প্রবেশ )

কচ। আজ হ'ল কতদিন,
এ কঠোর প্রবাসে আসি
কি স্রোতে চলিয়াছি ভাসি!
গুরুর সেবায়, পাঠে, অধ্যয়নে
বয়ে যায় কাল,
বিষাদের কোন চিহ্ন নাই!
তবে কেন আজি মনে পড়ে
সেই স্বর্গ গৃহ বাস- সেই নন্দন আলয়,
আজি পড়ে মনে— ( চিন্তা )
মনে পড়ে আরও কত কথা!

( দেবযানী কচের পশ্চাতে প্রবেশ করিয়া )

দেবযানী। কচ! কচ! ধীর পদে কোথায় চলেছ?
বদন ফিরাতে ক্ষণিকের তরে

বুঝি নাহি অবসর!
শোন শোন,
( কচের সম্মুখে গিয়া )
এ কি! ভাবনায় আকুল!
কি ভাবিছ ম্লান মুখে ?
কেন শুষ্ক বদন তোমার ?
কত যে ডাকিনু
শুন নাই তাই বুঝি উচ্চ কণ্ঠ মোর ?

কচ। ( অন্যমনস্ক ভাবে ) ও— দেবযানী !

দেবযানী। ( সহাস্যে ) হ্যাঁ, হে ভাবুক-প্রধান
কি কারণে— কার তরে
মেঘাবৃত মুখখানি হেরিহে তোমার !
কি অভাব, কি দৈন্য—
ব'লনা আমায় ?
( কচ নীরব )
বলিবে না ? গোপনীয় কথা বুঝি ?
নিষেধ বলিতে মোর কাছে !
তবে কাজ নাই,
শুনিব না— শুনিব না,
চলি যাই আপনার কাজে।

[ দেবযানীর গমনোদ্যোগ ]

কচ। না না, দেবযানী
যেওনা, যেওনা—
বহুদিন পরে
আজি মনে পড়ে গেল,—
মনে পড়ে সেই দিন—
স্বর্গ হ'তে যাত্রার সময়—
জননীর স্নেহমাখা মুখ—
বক্ষ মাঝে লইয়া আমায়
ঘন ঘন মস্তক চুম্বন।
মনে পড়ে—
পিতার সেই করুণ বচন,
যবে আশীর্ব্বাদ করিলেন মোরে
স্বর্গ ত্যজি এই পুরে আসিবার তরে।
আরও কত কথা পড়ে মনে
দেবযানী, আরও কত কথা
উঠিছে জাগিয়া,
উদ্বেলিত হৃদয়ের মাঝে।

দেবযানী। হায়, কেমনে কোথা হ'তে
সেই সুখ রাশি মিলিবে হেথায় ?
এ যে প্রবাস—গুরুগৃহ,
নহে এ ত স্বর্গ—নহে এ ত নন্দন কানন !
মর্ত্ত্যবাসী মোরা
কেমনে ভুলাব বল

তোমা হেন স্বর্গবাসী জনে ?
পরিতুষ্ট কেমনে রাখিব
প্রবাসী বন্ধুরে,
কিবা যত্ন করিব তোমায় !

কচ। ত্রুটি কোথা দেবযানী ?
পরিতুষ্ট আমি অতি
যতনে তোমার।
কত স্নেহ— কত দুঃখ
মোর তরে পাইতেছ তুমি,
তার তরে কোন শোক নাই
অন্তরে আমার।

দেবযানী। ( গম্ভীর ভাবে ) জানি না—বুঝি না
কি করিলে মন তব হইবে শীতল,
আর কি করিব ! ( নত মুখ )

কচ। ক্ষমা কর দেবযানী
ত্যজ অভিমান,
পরম কৃতজ্ঞ আমি তোমার যতনে,
তব স্নেহের নাহিক অবধি !
কত কৃপা করিতেছ
স্বর্গের ব্রাহ্মণে, পারি কি বর্ণিতে ?
দেবযানী,
নাহি প্রয়োজন সে সব কথায়
এবে চল যাই।

বেলা অবসান
যেতে হবে মোর এবে গোধন সেবায়।

দেবযানী। ( বিমর্ষ ভাবে ) বেশ, চল যাই।

কচ। কমল আননে তবু বিষাদের রেখা,
ঘন মেঘে আচ্ছাদিত শারদ চন্দ্রিমা!
দেবযানী করে ধরি,
ক্ষম মোরে বারেকের তরে।

দেবযানী। না না, চল যাই সেবিবে গোধন।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

## অষ্টম দৃশ্য।

### বন প্রান্ত।

( অন্যান্য দৈত্যগণের সহিত তুহুণ্ডের ব্যস্তভাবে প্রবেশ। )

তুহুণ্ড। তাইতো, বেটা পালাল কোথায়! এত খুঁজেও তো দেখতে পাচ্ছি না! বোধ হয়জেনে ফেলেছে! তা জানো, আর যাই কর—যেখানেই লুকিয়ে থাক না, আজ আর তোমার রক্ষে নেই!

কুপট। চল তো ঐ নদীর ধারটা দেখি। বাবা! এখানে যে গভীর বন—বাঘ পালিয়ে থাক্‌লেও জানবার যো নেই ( অবলোকন)

ঐ পাশটা দিয়ে একটু ফাঁকা জায়গা দেখা যাচ্ছে না ? চলো না একটু এগিয়ে দেখা যাক্। এই যে— সেনাপতি মশায় আস্‌ছেন।

( সেনাপতির প্রবেশ )

সেনাপতি। কি সংবাদ— কোন সন্ধান পেলে ?

তুহুণ্ড। সে তো এত বোকা নয়, যে আমাদের সংবাদ দিয়ে পালাবে— আর আমরা গিয়েই তার গলা টিপে ধর্‌'ব !— দেখতো— দেখতো, ঐ দিকে একটা গরুর মত কি দেখা যাচ্ছে না ?

সকলে। ( অবলোকন ) তাইত—তাইত বটে।

তুহুণ্ড। তবে চল ঐ দিকেই যাওয়া যাক্। আসুন সেনাপতি মশায়, আপনিও আসুন— আমাদের আগে আগে চলুন।

সেনাপতি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, এগিয়ে দেখা উচিত। আমি জানি, সে কাছা-কাছিই আছে। যাবে কোথায় ?

তুহুণ্ড। তা আপনি আর জানবেন না ! তবে একটু পথ দেখিয়ে চলুন, তাকে ধরি গিয়ে।

সেনাপতি। আচ্ছা চল। দেখ, খুব সাবধানে আমাদের যেতে হবে। কোন শব্দটী যেন না হয়। পাতাটী না নড়ে !

তুহুণ্ড। তা আর বলতে হবে না মশায়, গুরু ঠাকুরের বাড়ীর ধার দিয়ে শূন্যে পা ফেলে এসেছি। একটী পিঁপড়ের গায়েও আঁচড় লাগেনি। এখন চলুন।

[ অতি সতর্কতার সহিত ধীর পাদবিক্ষেপে সকলের প্রস্থান। ]

## নবম দৃশ্য।

### বন মধ্য।

গাভী সকল চরিতেছে। কচ এক স্থানে বসিয়া একখানা পুঁথি সম্মুখে রাখিয়া উর্দ্ধপানে চাহিয়া আছে।

( সেনাপতি ও অন্যান্য দৈত্যগণের প্রবেশ। )

সেনাপতি। এই যে— কচ মহাশয় !
কি ভাবিছ,
উর্দ্ধপানে চাহি একাকী নির্জ্জনে ?
বহু ক্লেশ দিয়াছ ব্রাহ্মণ
তব অন্বেষণে !
এতক্ষণে মিলিল দর্শন !

কচ। ( চকিত ভাবে ) কে তোমরা ?
মোর সাথে কিবা প্রয়োজন ?
নিত্যই ত এই বনে চরাই গোধন—
অপরাধ আছে কি ইহাতে ?

সেনাপতি। অপরাধ আছে কিনা পাইবে দেখিতে।
( দৈত্যগণের প্রতি ) বাঁধ এই ব্রাহ্মণে
সুদৃঢ় রজ্জুতে— ঐ বৃক্ষ সাথে।
( দৈত্যগণ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিতে লাগিল )

কচ। এ কি— বাঁধিছ আমায় ?

সেনাপতি। হাঁ, রাজ আজ্ঞা পালনে হ'ল আবশ্যক,
আরও কঠিন শাস্তি পাইবে অচিরে !

ধরা পৃষ্ঠ হ'তে তব নাম যাইবে মুছিয়া—
পূর্ব্ব আয়োজন তার, দেখ হে ব্রাহ্মণ !

কচ। কিবা দ্বন্দ্ব আছে মোর
তোমাদের সাথে ?

সেনাপতি। কি দ্বন্দ্ব ? শোন তবে—
চৌর্য্য আশে ছদ্মবেশে,
বিদ্যা লাভ ছলা করি
আসিয়াছ দৈত্যগুরু পাশে।
জান না কি তুমি আপন মানস ?
সমুচিত ফল তার
এখনি লভিবে !
( দৈত্যগণের প্রতি ) বন্ধুগণ !
বধ এই ব্রাহ্মণে
পিপীলিকা জ্ঞানে।
রহ ক্ষণকাল, ( চিন্তা ) অতি তার কোমল বয়স
তদুপরি সুকুমার দেহ হেরি
করুণার উদ্রেক হইতেছে মনে।
( কচের প্রতি ) তবে দিতে পারি ছাড়ি' হে যুবক,
এক সর্ত্ত কর যদি তুমি।

তুহুণ্ড। সেনাপতি ! আর সর্ত্তা সর্ত্তে কাজ নেই, কাজ শেষ ক'রে ফেলা যাক্।

সেনাপতি। ক্ষান্ত হও, তুহুণ্ড !
শুন কচ,

করিবে প্রতিজ্ঞা
ধর্ম্ম সাক্ষী করি—
পুনঃ যাবে স্বর্গে ফিরি—
আর না আসিবে হেথা
কোন ছলা ধরি।
প্রত্যয় না করি আমি স্বর্গবাসিজন,
সে কারণ, মুক্তি নাহি পাবে
স্বরগের সীমান্ত অবধি!
প্রহরী বেষ্টিত করি
তোমায় করিব প্রেরণ—
জীবনের তরে—
নিশ্চয়, স্বীকৃত তুমি হইবে ব্রাহ্মণ!

কচ। (রাগত স্বরে) কি বলিলে!
নাহি চাহি শুনিবারে হেন নীচ বাণী।
বিদ্যা অর্জ্জিবারে
স্বর্গ ছাড়ি করি আগমন,
প্রাণের মমতা লাগি যাইব ফিরিয়া!
হেন জীবনে মম নাহি প্রয়োজন।
দস্যুগণ!
এই দিনু বক্ষ পাতি, হান অস্ত্র,
আমি প্রস্তুত এখন।

সেনাপতি। বেশ,
তবে ইষ্টদেবে করহে স্মরণ।

কচ। ( বিরক্তি ভাবে ) নাহি প্রয়োজন !

সেনাপতি। ব্রহ্মবধে দোষী নহি মোরা,
রাজাজ্ঞা সাধিব নিশ্চয় !
( দৈত্যগণের প্রতি ) শুন বন্ধুগণ,
এক দুই করি
তৃতীয় ইঙ্গিতে মোর
এক সাথে বাণ বিদ্ধ করিবে ব্রাহ্মণে
—প্রস্তুত সকলে ?

( সেনাপতি এক দুই বলিবার পর দেবযানী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে ২
অত্যন্ত বেগে প্রবেশ করিয়া সৈন্যগণ এবং কচের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান
হইয়া বধকার্য্য বন্ধ করিয়া দিল ; দেবযানী নিজের দেহ
দ্বারা কচকে আবরণ করিয়া উত্তোলিত বাণের
সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া দিল। )

দেবযানী। ক্ষান্ত হও দৈত্যগণ—
রে দুর্ম্মতি অসুর,
জগতের নিকৃষ্ট সৃজন ! এত স্পর্দ্ধা !
যথা যে আছ থাক
পুত্তলিকা প্রায় !
অঙ্গুলি মাত্র নাহি হবে সঞ্চালন।

সেনাপতি। কে ?— গুরু কন্যা !
উচিত না হয় তব
রাজ কার্য্য করিতে নিষেধ।
দৈত্য সেনাপতি আমি

নিবারি তোমায়,
রাজদ্রোহ অপরাধ, বৃথা কেন
অকারণে লইবে মস্তকে ?

দেবযানী। ( রাগত স্বরে ) রাজাজ্ঞা সাধ গিয়া
তব প্রজা সনে !
মহর্ষি শুক্রাচার্য্য
নহে তব নৃপের অধীন,
আমি কন্যা তাঁর—
মানব কাহারে ?
যদি চাহ দৈত্যের কল্যাণ
অবিলম্বে ত্যজ এই স্থান !
কহ গিয়া রাজারে তোমার
দেবযানী আমি—
রক্ষেছি ব্রাহ্মণে—
যদি সাধ্য থাকে দিতে শাস্তি
গুরুকন্যা আছয়ে প্রস্তুত।
আরও জানাইও ভূপে,
—দেবযানী, প্রাণ তার
অতি তুচ্ছ বলি মানে।
কি জঘন্য— ব্রহ্মবধ,
তাহাও সাধিতে
তোদের দ্বিধা নাহি মনে ?
ধিক্, শত ধিক্—দুরাত্মা অসুর—
ধিক তোদের ঘৃণিত জীবনে।

সেনাপতি। শুক্রাচার্য্য গুরুর নন্দিনী তুমি,
তাই আমি দৈত্য সেনাপতি,
এত কথা শুনি বালিকার মুখে।
অবধ্য বালিকা!
চল সঙ্গীগণ
নাহি কাজ— তর্কাতর্কে রমণী সহিত।
জ্ঞাপন করিগে বার্ত্তা রাজার সদন।

[ দৈত্যগণের প্রস্থান ]

দেবযানী। ( কচের বন্ধন মুক্ত করিতে করিতে ) মুহূর্ত্ত বিলম্ব
যদি হইত আমার,
বল দেখি, কি ঘটিত আজ!
যদিও তৃণ সম গণি আমি
এই হীন মতি বর্ব্বর অসুরে!
সাধ্য কি—
কেশাগ্র তোমার স্পর্শ করে মম বিদ্যমানে।
নাহি শঙ্কা তব আর!
এস গৃহে, গোধন লইয়ে।

কচ। কিছুই বুঝিতে নারিনু
কেন মম বধ তরে এত আয়োজন,
নিরীহ অতিথি আছি এই পুরে।

কিবা অপরাধ ?—
দৈত্যমনে নাহি কোন বাদ !

দেবযানী। জান ত সকলি—
ঈর্ষ্যান্বিত দৈত্যকুল চিরদিন
দেবগণ প্রতি।
তব আগমনে এই মর্ত্ত্যধামে
উপজিল ক্রোধ দৈত্যগণ মাঝে—
তোমা প্রতি সন্দিহান তারা।
সেকারণ তব প্রাণ নাশ তরে
এত আয়োজন !
যাক্ !
ভুলে যাও এসব ঘৃণিত ব্যাপার,
এস তুমি পশ্চাতে আমার।

[ দেবযানীর প্রস্থান ]

## দশম দৃশ্য।

### দৈত্যপুরী।

( অসুরগণ কক্ষ মধ্যে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে। )

( মন্ত্রী ও তুহুণ্ডের প্রবেশ )

তুহুণ্ড। আমাদের দোষ কি, মন্ত্রী মশায় ? কেবল একটী মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের কাজ পণ্ড হয়ে গেছে !

মন্ত্রী। তাইত, পণ্ড হয়ে গেল! তোমাদের সঙ্গে সেনাপতিও ত ছিলেন!

তুহুণ্ড। আর বলবেন না—যত দোষ সেই সেনাপতি মশায়ের। তারই জন্যে ত সব নষ্ট হয়ে গেল! তিনি সঙ্গে না থাক্‌লেই ভাল হ'তো।

মন্ত্রী। কি রকম, কি রকম?

তুহুণ্ড। তবে শুনুন, আমরা বামুনটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে মেরে ফেলি আর কি, এই সময় সেনাপতি মশায়ের দয়ার শরীরে, বড়ই দয়া হল, তিনি সর্ত্ত করতে গেলেন।

মন্ত্রী। সর্ত্ত আবার কিসের?

তুহুণ্ড। তাইত, শুনুন বলি। সর্ত্ত করে ছোঁড়াটার প্রাণদান দেবেন—সে প্রতিজ্ঞা করবে, আর এ দেশে আসবে না, সেনাপতি মশায় তাকে স্বর্গে সযত্নে পাঠিয়ে দেবেন। স্বর্গের দেবতা স্বর্গেই চ'লে যাবে।

মন্ত্রী। তার কথায় বিশ্বাস?

তুহুণ্ড। তা আমরা জানি না—তবে এই সব কথা বার্ত্তাতেই তো দেরী হয়ে গেল, দেবযানীটা এসে পড়লো, সব পণ্ড করে দিলে! আমরা বোকারাম হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলুম।

মন্ত্রী। তাইত চালটা চাল্‌তে পারলে না!

তুহুণ্ড। তা য হবার হয়ে গেছে। দেখুন মন্ত্রী মশায়, এবার একটা নতুন রকম মারবার ফন্দি আবিষ্কার করুন—যাতে বেশী লোক না লাগে, কেবল দু, একটা।

মন্ত্রী। গুরুকন্যা যে রকম ভাবে তাকে রক্ষে করছে!

তুহুণ্ড। তা আর বলবেন না, যেন ফিংগে লেগে আছে! ফিংগে লেগে আছে! তবে এ কথাও বলছি মন্ত্রী মশায়, আমি যদি একলা থাকতুম, তা হলে আমি ও গুরুকন্যা টন্যা মানতুম না। আগে ঐ ছুঁড়িটাকে মেরে, তারপর বামুনটাকে শেষ করে দিতুম, আমি অত শত বিচার আচারের ধার ধারি না, দয়া টয়া আমার নেই!

মন্ত্রী। না না, অমন কাজ ক'র না—সর্ব্বনাশ হবে! শুক্রাচার্য্যের কন্যা! কি সর্ব্বনাশ!

তুহুণ্ড। তা কি আর বুঝি না, তাইতেই ত চুপ করে আছি।

মন্ত্রী। আচ্ছা, তোমরা ক্ষণিক অপেক্ষা কর, আমি পুনরায় আস্‌ছি।

[ মন্ত্রীর প্রস্থান ]

তুহুণ্ড। ও কুপট, তোরা কি করছিস্ রে?

কুপট। আর কি করবো, বসে বসে একটু মদ খাচ্ছি। তুমি বললে নর্ত্তকীদের পাঠিয়ে দেবে। কৈ, খালি খালি কি আমোদ হয়? নর্ত্তকীরা কোথায়?

তুহুণ্ড। কেন—তারা তো অনেক্ষণ এসেছে। কে আছ—নর্ত্তকীদের পাঠিয়ে দাও।

( নর্ত্তকীদের প্রবেশ )

কুপট। ( অঙ্গ ভঙ্গির সুরে )
তোরা আয় প্রাণ সখি,
তোদের চোখ বুজে দেখি।

সকলে। (চীৎকার)

তুহুণ্ড। (নর্ত্তকীদের প্রতি) তোমরা গাও। ভয় নেই, ভয় নেই, তোমরা গাও।

নর্ত্তকীদের গীত।

আধ ফোটা কমলিনী ভাসিছে জলে,
আশায় বাঁধিয়ে বুক
পাইতে কতই সুখ,
পবন ভরেতে তাই লুটিয়ে দোলে।
কার তরে করি শোভা
আধ তাপে আধ ডোবা,
ফুটি ফুটি করি যেন পাঁপড়ি মেলে,
বসাতে কাহারে যেন শীতল কোলে।

[ নর্ত্তকীদের প্রস্থান ]

জনৈক অসুর। (ভঙ্গীর সহিত) "আধ ফোটা কমলিনী ভাসিছে জলে।"

তুহুণ্ড। চুপ, চুপ মন্ত্রী মশায় আস্‌ছেন।

(মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী। তুহুণ্ড, শোন।

কুপট। কেন, আমরা শুন্‌তে পাব না মন্ত্রী মশায়?

মন্ত্রী। হ্যাঁ সকলেই শুনবে— একটু পরে। শোন তুহুণ্ড। (চুপি চুপি কথোপকথন)

তুহুণ্ড। বাহবা! বাহবা। মন্ত্রী মশায়! খুব পারবো, খুব পারবো।

মন্ত্রী। তবে সব ঠিক রইল। আমি এখন চললুম।

[ মন্ত্রীর প্রস্থান

সকলে। ( তুহুণ্ডকে ঘেরিয়া ) কি, কি, মন্ত্রী মশায় কি বল্‌লেন ?

তুহুণ্ড। বল্‌ছি, বল্‌ছি—একটু থাম।

[ সকলের ঔৎসুক্যের সহিত উপবেশন ]

## একাদশ দৃশ্য।

### উদ্যান।

( দেবযানী এবং সখী ইলাবতী আসীন। বৃক্ষমূলে জল সিঞ্চন করিতে করিতে দেবযানীর গীত। )

গীত।

ভরা গাঙ্গে ঢেউ উঠেছে
ফিরে যাওয়া ভাল,
দুকূল ভাসিয়ে দিয়ে,
ঐ যে ডুবু ডুবু হ'ল।
কাল মেঘ উঠ্‌ছে ঘন,
পরতে পরতে যেন
তুলিয়ে ঘোর তুফান,
এল, ঐ সাজিয়ে এল।
যে দিকে ফিরাই আঁখি
কি দেখিতে কিবা দেখি,

শারদ জোছনা বুঝি—
মেঘেতে মিশাল।

দেবযানী। সখি! সিঞ্চিনু এত বারি তরু আলবালে
তথাপি হের, শুষ্ক তরু মূল?
জানি না, কত জলে তারা হইবে শীতল?
শ্রান্ত হ'ল দেহ মোর,
ক্লান্ত দেহে
নির্ঝরিণী হতে জল কেমনে বা আনি,
সখি, সখি!
তেঁই যাচি সাহায্য তোমার।
ঢালি বারি
স্নিগ্ধ কর রসহীন মূল।
এই লতা-মঞ্চ বৃক্ষরাজি,
আমাদের বড় আদরের,
আশ্রমের সর্ব্ব শোভাকর।

( কচের বেগে প্রবেশ। )

কচ। ( ব্যস্ত ভাবে ) নাহি চিন্তা দেবযানী,
আজ্ঞা দেহ মোরে
আনি বারি ঢালি বৃক্ষ মূলে।
বসি এই ছায়া তলে
ক্ষণিক ক্লান্তি কর দূর

আমি যাই নির্ঝরিণী তটে।

[ কলসী লইয়া বেগে প্রস্থান ]

দেবযানী। সখি! দেখ্ দেখ্

তুষিতে আমার মন

সতত সতর্ক ঐ সরল ব্রাহ্মণ।

অনভ্যস্ত—

তথাপি সাধিবারে মম কার্য্য,

আহা তার, কত আয়োজন!

নাহি জানি,—কেমনে তুষিব

এই প্রবাসী সজ্জনে—

আসিয়াছে, বন্ধু বান্ধবহীন

গুরুর আশ্রমে।

( অদূরে কচকে দেখিয়া )

ঐ আসে কচ ত্রস্ত পদে

দেখ, দেখ, বারি লয়ে কাঁধে

( কচের প্রবেশ

কচ, পরিতুষ্ট আমি;

এবে ঢাল বারি

শুষ্ক তরুমূলে;

স্নিগ্ধ বনস্পতি দিবে আশীর্ব্বাদ

এর প্রতিদানে।

কচ। প্রতিদান নাহি চাই

বাঞ্ছি শুধু সেবা জগতের।

[ কচের জল সিঞ্চন ]

দেবযানী। হে দ্বিজবর! ক্ষম অপরাধ,
অকারণ মম তরে
সিক্ত বস্ত্র, আর্দ্র কলেবর।

কচ। নাহিক্ শকতি মম
বুঝিবারে তব ব্যঙ্গ কথা!
সাধিতে গুরুর কার্য্য
এ যে আনন্দ আমার!
দেবি, দেবযানী!
তুমি যে প্রিয়তমা তনয়া তাঁহার!
সম্পাদনি তব কার্য্য
মানি ধন্য বলি মোরে,
ক্ষমা কিংবা অপরাধ
কিছু নাহি বুঝি,
আজ্ঞাবাহী দাস তব আমি।

দেবযানী। ( পুষ্পমাল্য হস্তে )
পরিতৃপ্ত আমি কচ
শুনি তব সুধা মাখা বাণী
লহ পুরস্কার
অনাঘ্রাত এই কুসুমের হার।

( কচ নতজানু হইলে দেবযানী কর্ত্তৃক তাহার গলে মাল্য প্রদান। কচের কিয়ৎকাল ঐ ভাবে অবস্থান এবং তাহার অলক্ষ্যে দেবযানী এবং সখীর প্রস্থান। )

কচ ( মুখোত্তলন করিয়া ) এ কি! চলে গেল!
দিয়ে গেল কুসুমের হার

মম গলে!
এত স্নেহ, এত দয়া
কেন মম প'রে? ( ক্ষণিক নীরব )
অতিথি ব্রাহ্মণ আমি
আসি এই পুরে,
পূর্ব্ব স্মৃতি ক্রমে ক্রমে
ফেলিতেছি দূরে,
আনন্দে কাটিছে দিন
সহ দেবযানী— উজ্জ্বলে মধুরে!
নিশ্চয় কৃতজ্ঞতা—
কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিছে আমারে।
প্রতিদানে কিবা দিব?
বিনিময় কোথা পাব?
তাইত, ঐ যায় দেবযানী
চাহে না পশ্চাতে,
( উচ্চৈঃস্বরে ) দেবযানী! দেবযানী!
শোন কথা মোর
ফের একবার!
নাঃ, ফিরিল না!—
করিল গমন
( ক্ষণিক নীরব, তৎপর উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে )
মন, এখনও চাহ রে ফিরে,
মরীচিকা ভ্রমে কিরে
মরিবি তৃষাতে?—

কে রক্ষিবে তোরে!
হায়! হায়!
অভীষ্ট বিদ্যার তরে
সুখ স্বর্গ গৃহ ছেড়ে,
ভাসালি, ভাসালি তরী
বিষাদ সাগরে,
দেখ্ শেষ কোথা পাস্
এই অতলের তলে।

[ মৌনভাবে অবস্থান ]

( কামরতির অলক্ষ্যে প্রবেশ )

কামরতির গীত।

মন্ শিকলে বাঁধ্‌লে তারে
ছেঁড়া বিষম দায়,
উড়্ উড়্ করলে ও প্রাণ
উড়া কি গো যায়!
পড়েছ আপনি ধরা,
মিছে আর ভাবনা করা
ছট্‌ফটানি যতই করবে,
জড়িয়ে যাবে পায়,
যখন যা করবে খুসী
এত সোজা নয়।

# তৃতীয় অঙ্ক।

## প্রথম দৃশ্য।

### স্রোতস্বিনী তীরে বন প্রান্ত।

( দেবযানী ও সখী। )

দেবযানী। সখি!
আসিয়াছে কচ হেথা গোধন চরাতে,
আমি ভাল জানি।
নিত্যই ত আসে এই স্রোতস্বিনী তীরে
পয়স্বিনী হোম ধেনু কচি ঘাস তরে,
কি বলিস্, ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।
নিশ্চয় আসিবে ছুটে থাকিলে অদূরে।
বড়ই উৎকণ্ঠিত আমি
আছি তার তরে।

ইলাবতী। সখি!
কেন ব্যস্ত তার তরে?
ব্রহ্মচারী স্বর্গ বাসিজন
বিপ্রের নন্দন—
কিবা ভয় তার!
এখনি হেরিবে তারে

পাঠে রত মন,
কোন ছায়াতলে বসি ;
আর সুখে রোমন্থন
তারি পাশে করিছে গোধন,
আমি খুঁজি চারি ভিতে
ধীরে ধীরে এস তুমি, আমার পশ্চাতে।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

( সেনাপতি সহ দৈত্যগণের প্রবেশ )

সেনাপতি। এই ত নির্জ্জন স্থান,
এই বনে কচ চরায় গোধন।
আজি জীবনের শেষ লীলা তার।
শোন সবে,
কল্য রাজকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার জনম উৎসব।
এই উৎসবে গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের
হবে নিমন্ত্রণ।
কর্ত্তব্য সাধনের
আজি শেষ দিন,
মনে রেখ সব কথা
কর্ম্ম সাঙ্গে দিব উপদেশ
আর যে বা হয়।
এবে যাও অতি সাবধানে
যেন বাক্য মাত্র নাহি সরে তার

বদন হইতে,
শব্দ নাহি কেহ শুনে
বধিবে কৌশলে।
আগুলিব পথ, আমি দাঁড়ায়ে এখানে।

[ সেনাপতি ও দৈত্যগণের অতি সাবধানে প্রস্থান ]

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

বন মধ্য।

তৃণোপরি কচ নিদ্রিত অবস্থায় শয়ান।

( সখী সহ দেবযানীর প্রবেশ। )

দেবযানী। আহা, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে
পড়েছে ঘুমায়ে ঐ বটচ্ছায়ে,
স্বেদ বিন্দু ললাট উপরে
দর্পনে শোভিছে যেন শিশিরের কণা ;
অপরাহ্ন তপন তাপ লাগিছে বদনে।
আয় সখি !
বৃক্ষ পত্রে
করি আবরণ পতিত সূর্য্যের কিরণ।
( আবরণ করিতে করিতে )
গুরুবাক্য কভু, না করে লঙ্ঘন ,
যতই আয়াস সাধ্য হ'ক না কঠিন !

নিদ্রা ভঙ্গ হবে
যদি অপেক্ষি হেথায়।
চল, বসিগে আমরা
ঐ স্নিগ্ধ নদী তীরে,
শীতল মলয় বায়ু
করিগে সেবন।
ঘুমাক সুখেতে কচ
বনদেবী সেবিবে চরণ।

( সখীসহ দেবযানীর কিঞ্চিৎ দূরে গমন ও উপবেশন ! )
( অন্তরীক্ষে ইন্দ্রের প্রবেশ )

ইন্দ্র। হে কচ!
কর্ত্তব্য সাধনে আসি'
ভুলিলে সকল ?
মুছে গেছে স্মৃতি হতে
যাহা বলেছিনু ?
উপেক্ষিলে উপদেশ মম
স্বর্গ হতে যাত্রার সময়!
ছার নারী-প্রেমে মুগ্ধ হয়ে
জলাঞ্জলি দিলে তুমি
আপন কল্যাণ!
লুপ্ত করে দিবে কিহে স্বরগ সম্মান!
ছিঃ ছিঃ কচ,
গুরুপুত্র তুমি,

সাজে না তোমারে
কঠোর প্রবাসে এসে
নিমজ্জিতে এই প্রেম মদিরায়।

[ অদৃশ্য ]

( স্বপ্ন মধ্যে কচের বিরক্তি ভাব এবং সহসা জাগরিত হইয়া ত্রস্ত ব্যস্তে শূন্যে অবলোকন করিয়া )

কচ। দাঁড়াও, দাঁড়াও দেবরাজ.
যেওনা, যেওনা,
আর না ভুলিব সেই
কর্ত্তব্যের কথা।
আর না, আর না,
( অদূরে দেবযানীকে দেখিয়া সচকিতে )
দেবযানী !
এই— এই মাত্র,
মুহূর্ত্তেক আগে
সামান্য নিদ্রার ভরে
পড়েছি ঘুমায়ে,
সে ত নহে বহুক্ষণ।

দেবযানী। ( নিকটে আসিয়া ) নহে বহুক্ষণ ?
( সহাস্যে ) কোথা সব গোধন তোমার ?

কচ। গোধন ?
গোধন সুখেতে দেখ
করে বিচরণ,
সদাই ছিলাম তাদের পশ্চাতে,

আহারে ব্যাঘাত কিছু
হয়েছে কি তাতে ?

দেবযানী। ( সহাস্যে ) গোধন চরাও তুমি—
তুমি ভাল জান।

কচ। তবে বিদ্রূপের হাসি
কেন তব মুখে ?
কর্ত্তব্যের হেলা
পাও কি দেখিতে ?

দেবযানী। হাসি পায় শুনি তব
অসংলগ্ন বাণী !
ও বুঝি স্বর্গের লক্ষণ !
ভাল, জিজ্ঞাসি তোমায়,
বলেছি কি কোন কথা মোরা ?
তুমিই নিদ্রার মাঝে
কার সাথে ছিলে বাক্যালাপে !
মুখ ভঙ্গি তব লক্ষ্য করিয়াছি মোরা,
কর্ত্তব্যের কথা
তুমি বল অকারণ।

কচ। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর দেবযানী।

দেবযানী। যাক্, চল ঐ স্রোতস্বিনী তীরে
পশ্চিম গগনে দেখ রক্তিম কিরণ,
স্নিগ্ধ হবে প্রাণ মন,

উপভোগ করি ঐ
সান্ধ্য সমীরণ।

কচ। চল।

দেবযানী। হে কচ!
তাই বলি স্বর্গ সুখ কোথা পাবে?
কোথা পাবে
মৃদুগতি মন্দাকিনী ধারা?
তার স্থলে
হের ঐ কলনাদী স্রোতোবহ
অতীব প্রখর!
শুন পক্ষি কলরবে
পুরিছে গগন!
স্বভাবের শোভা হেথা
কভু নহে স্বর্গ সমতুল,
তবু নিন্দনীয় বলিবে কি তুমি?

কচ। নিন্দনীয়—
নিন্দনীয় হেথা কিছু নাহিক আমার।
নিত্যই এসব হেরি
আসি যবে গোধনের সাথে,
নিত্যই ত যাতায়াত করি এই পথে।
চেয়ে থাকি স্তব্ধ হয়ে
স্রোতোবহ আর ঐ বিটপীর পানে
স্বভাবের হেন শোভা

আছে কোন্ খানে ?
যদিও
হেরিছি শোভা নন্দন কাননে।

দেবযানী। নিত্য শুনি তব মুখে
স্বরগ কাহিনী,
তথাপি, শুনিতে বাসনা মোর
এখনও মেটেনি।
বল, বল
সেথাও কি ঘুমাইতে
যবে যেতে গোধন চরাতে ?
আসিত কি সেথা কেহ
তব তন্দ্রা ভাঙ্গাইতে ?
ত্যক্ত হয়ে বুঝি
যেতে অন্য বন,
ঘুমের ব্যাঘাত যথা
হ'ত না কখন।
বল সত্য কথা—
হেথায় যেমন তুমি কর অধ্যয়ন
মনোযোগ সেথাও কি দিতে গো তেমন ?
কারণ,
যখনই তোমাকে হেরি,
হয় পাঠে—না হয় থাক রত
গুরুর কাজেতে।

কচ। (গম্ভীর ভাবে) স্বর্গে আমি
দেবগুরু বৃহস্পতি সুত,
পূজা হোমাদি কার্য্যে
থাকিতাম রত।
আচার্য্য গৃহেতে বাস
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত,
জীবনে প্রথম এই করেছি গ্রহণ,
স্বর্গ ছাড়ি প্রবাসে মোর
এই নব আগমন।
কিন্তু হেথা এক
সুখ-স্বর্গ চিত্ত মাঝে
হয়েছে সৃজন,
সে কেবল তোমারি কৃপায় দেবি
তোমারি কৃপায়—
নহে অন্যজন রচিয়াছে তায়।
এ প্রবাস গুরুগৃহ, বনলতা ফল পুষ্পসহ
নন্দন কানন বলি আঁকিয়াছি মনে,
তুলনায় নহে হীন চিরন্তন দেবধাম হ'তে।

দেবযানী। (সাশ্চর্য্যে) কি বলিলে!
এ প্রবাস, গুরু-গৃহ
স্বর্গ সমতুল?
এই মর্ত্ত্যে সুখ স্বর্গ
চিত্ত মাঝে করেছ সৃজন?

এই বনলতা
আঁকিয়াছ মনে,
যেন সেই নন্দন কানন !
তদুপরি স্বচ্ছন্দে করিলে প্রকাশ
এসব রচনা কেবল
আমারি কৃপায় ?
পরিতৃপ্ত, পরিতৃপ্ত আমি কচ,
তোমারি কথায় !
যদিও অতীব অত্যুক্তি বলি
হতেছে সন্দেহ ।

কচ ৷　অত্যুক্তি করি নাই,
সত্য বলিয়াছি !
মানস স্বর্গ হেথা মম
উজ্জ্বল কিরীট মাথে,
যথা বৈজয়ন্তী পুরী,
মধুময় চারিদিক বসন্ত সমীরে !

দেবযানী ।　তবে মনে রেখ—
এ স্বর্গ অতি আদরের ধন তব কাছে ।
কারণ,
প্রথমতঃ অভিনব বলে,
দ্বিতীয়—এ যে তব স্বকীয় সৃজন,
বহু কষ্টে অর্জ্জিত রতন ।

কচ। বেশ, তাই হবে,
কভু না ভুলিব হেন বাঞ্ছিত সম্পদে।

দেবযানী। ( সহাস্যে ) মায়া ডোরে বদ্ধ তুমি
হইলে ব্রাহ্মণ,
দেখিব,
কেমনে ভুলিব তব স্বর্গবাসী জনে।
ত্যজি যেই সুখ-স্বর্গ
এ প্রবাস ভূমিরে তুমি
একান্তই করিলে আপন।
কি বলিস্ সখি,—
নবস্বর্গ হেথা কচ
করিলা সৃজন বিনা অনুরোধে!
যাক্, সন্ধ্যা সমাগত এবে।

দেবযানী ও সখীর গীত।

সীমন্তে সিন্দূর বিন্দু
পরে' সন্ধ্যারাণী,
সলাজে আসিছে ধীরে
টানি ঘোমটা খানি।
পক্ষীগণ নিজ নীড়ে
বসি উচ্চ শাখী চূড়ে,
দিগন্ত ভাসায় রবে
তুলি কত ধ্বনি।

মন্দিরে আরতি সাথে,
শেফালির গন্ধে মেতে
আঁচল বিছায়ে দিল,
আঁধার টানি।

দেবযানী। কচ,
মোরা তবে হই অগ্রসর
গোধন লইয়ে তুমি এসো দ্রুতগতি।

কচ। সমবেত করি এবে গোধন সকল
অবিলম্বে গৃহে ফিরি করিব সাক্ষাৎ।

দেবযানী। আয় সখি গৃহে যাই, পশ্চাতে আসিবে কচ
গোধনের সাথে।

[ সখীসহ দেবযানীর প্রস্থান ]

কচ। ( অদূরে লক্ষ্য করিয়া ) ঐ যে—গাভীগণ মন্থর গমনে
চলিয়াছে আশ্রমের পানে।
চিরাভ্যস্ত পথ তাহাদের,
যূথভ্রষ্ট কভু নাহি হয়।
প্রয়োজন নাহি হয় তাড়ন পীড়ন,
তথাপি সঙ্গ মম চাহে অনুক্ষণ।
যাই এবে—

( কুপট ও তুহুণ্ড কর্তৃক অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে কচকে আক্রমণ
এবং মুখ বন্ধন পূর্ব্বক স্কন্ধে লইয়া পলায়ন )

# তৃতীয় দৃশ্য।

## সুসজ্জিত রাজপথ।

( নাগরিকাদের প্রবেশ )

১ম নাগরিকা। তোরা কি জানিস্ নে, আজ যে রাজকুমারী শর্ম্মিষ্ঠার জন্মোৎসব? তোদের একটু শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর আসতে বলেছিলাম না? এই জল নিয়ে গেলে তবে তার স্নান হবে। এত বিলম্ব হ'লো কেন বল্‌তো?

২য় নাগরিকা। রাজপথে যে রকম জনতা হয়েছে, চলবার কি যো আছে! সকলেই যেন আমোদে উন্মত্ত। এ ওর গায়ে পড়ে, ও ওর গায়ে পড়ে, আমরা পথের ধার ধরে অতি কষ্টে এসেছি। কি রকম সুন্দর সাজিয়েছে দেখ্‌লে চক্ষু জুড়োয়।

১ম নাগরিকা। যাক্, তোরা সকলে এইছিস্ ত? তবে চল জল তুলে নিয়ে আসা যাক্। বল্‌তো, আজ কি আমোদের দিন। রাত্রে আবার গৃহে গৃহে দীপালী হবে। এখন চল, গাইতে গাইতে যাই।

গীত।

আয় গো তোরা জল ভরিতে
কুঞ্জবনের ঐ ঘাটেতে,
কূল ভরা তার জল।

তারি পাশে বটের ছায়,
তরী বেঁধে সারী গায়
বসে মাঝির দল।

সেই সুরেতে কত মধু
ঘোমটা টেনে পল্লী বধূ
দাঁড়িয়ে থাকে কলসী কাঁখে,
নীরব পায়ের মল।

শুক্তিমতীর স্বচ্ছ বারি
ত্বরায় গিয়ে আনি ভরি—
চল্ গো তোরা চল্।

[ গাইতে গাইতে প্রস্থান ]

## চতুর্থ দৃশ্য।

### উৎসব প্রাঙ্গন।

( অসুরগণ মিলিত হইয়া মদ্য পানাদি করিতেছে। )

তুহুণ্ড। (উৎসুক ভাবে) কৈ, এখনও ত আসছেন না! সব প্রস্তুত—কখন আসবেন! ঐ, ঐ আস্‌ছেন! এসেছেন— এসেছেন! (অসুরগণের প্রতি) ওহে, সব চুপ, গুরুদেব আসছেন, সকলে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা কর, যেন কোন ত্রুটী না হয়।

( শুক্রাচার্য্যের প্রবেশ )

সকলে। ( দণ্ডায়মান হইয়া ) আসুন—আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হ'ক, আস্‌তে আজ্ঞা হ'ক।

তুহুণ্ড। আসুন গুরুদেব—আপনি এই আসনে উপবেশন করুন।

( আসন প্রদর্শন )

শুক্রাচার্য্য। ( উপবেশন করিয়া ) বেশ বেশ, উৎসব-ভবনটী উত্তম সজ্জিত হয়েছে। তোমাদের সৌন্দর্য্যের রুচি বিজ্ঞান প্রশংসনীয় বটে।

তুহুণ্ড। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদই আমাদের একমাত্র ভরসা! ( জনৈক অসুরের প্রতি ) ওরে এনে দে—গুরুদেবকে আগে দে। উনি প্রসাদ করে দিলে তারপর তোরা সকলে পাবি।

( ইঙ্গিত করিলে জনৈক অসুর তুহুণ্ডের হস্তে সুরা আনিয়া দিল। )

শুক্র। কি, কি?

তুহুণ্ড। কিছুই নয়—একটু পানীয় মাত্র!

শুক্র। পানীয়! বেশ, বেশ, দাও।

তুহুণ্ড! ( সুরা হস্তে ) আসুন শুরুদেব।

( সুরা প্রদান )

শুক্র। ( সুরা পান ) বাঃ, অতি মধুর!

তুহুণ্ড। ( জনৈক অসুরের প্রতি ) ওরে, গুরুদেবের নিকট পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক, উনি ধীরে ধীরে পান করবেন। ব্যস্ত করিস্‌নি। নে ধর, এই রকম ক'রে দাঁড়া।

( জনৈক অসুর সুরা হস্তে শুক্রাচার্য্যের নিকট দণ্ডায়মান। )

শুক্র। ( পান করিতে করিতে ) হ্যাঁ হে, মহারাজ কোথায়—তাঁকে দেখছিনা কেন ?

তুহুণ্ড। এই—এই মহারাজ এতক্ষণ এইখানে ছিলেন. একটু পূর্ব্বে রাণীমা ডেকে পাঠিয়েছেন বলে' অন্তঃপুরে গিয়েছেন। তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এখনই আসবেন। আপনি কৃপা ক'রে একটু বিশ্রাম করুন।

শুক্র। তাইত, মহারাজ কখন আসবেন! যাও তোমরা আনন্দ কর, আনন্দ কর, আমার নিকট কারুর অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নাই. আমি একাই বসে বসে পান করছি।

তুহুণ্ড। তা কি হয় গুরুদেব ? আপনার সেবা না করে পারি ? ওরে, গুরুদেবকে বাতাস কর্! পদ সেবা কর! ( পদ সেবা )

শুক্র। না—না আমার জন্য তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না, তোমরা সকলে পান কর, পান কর! যাও যাও—আমি পান করছি। তোমরা আনন্দ কর। রাজ কুমারীর জন্মোৎসব!

( মদ্যপান )

তুহুণ্ড। ( স্বগতঃ ) গুরুদেব প্রায় নিঃশেষ করেছেন। ( প্রকাশ্যে ) আমরা হচ্ছি আপনার শিষ্য—ভৃত্য, আমরা কি আপনার সম্মুখে— এই— এই—

শুক্র। ( বাধা দিয়া ) না না—তাতে দোষ কি ? আজ রাজ কুমারী শর্ম্মিষ্ঠার জন্মোৎসব—বড় আনন্দের দিন! গুরু শিষ্যে এক সঙ্গে পান করতে পারে, এতে কোন দোষ নেই। তোমরা

পান কর, পান কর, আনন্দ কর। কৈ মহারাজ ত এখনও এলেন না! কি করা যায়!

তুহুণ্ড ভাইত গুরুদেব, বোধ হয় মহারাজের বিলম্ব হবে। যখন এখনও আসছেন না, তখন নিশ্চয়ই কোন কার্য্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন!

শুক্র। ( মদ্য নিঃশেষ করিয়া ) আর ত আমি অপেক্ষা করতে পাচ্ছি না। সন্ধ্যা সমাগত—আমার কার্য্য আছে। মহারাজকে ব'লো— আমি চললাম।

তুহুণ্ড। ( যোড় হস্তে ) আপনাকে কি করে আর অপেক্ষা করতে বলি! ক্ষমা করবেন। দিন, পদধূলি দিন, ( পদধূলি গ্রহণ ) ওরে তোরা সব এগিয়ে আয় গুরুদেবের পদধূলি নে ( সকলের পদধূলি গ্রহণ )

শুক্র। দীর্ঘজীবী হও— দীর্ঘজীবী হও। তবে আমি এখন আসি!

[ প্রস্থান ]

সকলে। আসুন, আসুন

( অভিবাদন )

তুহুণ্ড। যাক্, সবটাই পান করেছে! এইবার দেখা যাবে—গুরুদেব তুমি কি কর! এইবার দেখব—দেবযানীরও দর্প চূর্ণ হয় কিনা! হাঃ হাঃ হাঃ ( হাস্য ) তোরা লেগে যা, যে যত পারিস্ টান্। কে আছ? নর্ত্তকীদের ডাক। তোরা আনন্দ কর্—আমি চল্লেম।

[ প্রস্থান ]

( নর্ত্তকীদের প্রবেশ )

সকলের গীত।

সুরা! তোমায় করি নমস্কার!
শ্রান্তের শান্তি তুমি
নিরাশের আশার খনি,
পাত্রেতে পড়িলে তুমি মরি কি বাহার!
শোক দুঃখ যত দৈন্য
তোমা পেলে হয় ধন্য,
কারুর না আর ধারে ধার;
পড়িলে একটু পেটে
হাত ছেড়ে পা আগে উঠে,
জগৎটা যে লাগে চমৎকার!
গুরু শিষ্য এক সাথে
মাতে সবে নৃত্যগীতে,
তব কৃপা বারি পিয়ে হয় একাকার।

[ সকলের প্রস্থান ]

---

## পঞ্চম দৃশ্য।

রাজপথ।

হুহুণ্ড। যাক্, এতদিনে একটা কাজ ত মিটে গেল! এবার নির্ভাবনা হলুম। কি মজাটাই করা গেল ( হাস্য )। বার বার চেষ্টায়

পর এই বার কৃতকার্য্য হওয়া গেল। হাঃ হাঃ—কি বুদ্ধি—কি বুদ্ধি !

( জনৈকা অসুর রমণীর প্রবেশ )

অসুর রমণী। ও কেরে, তুই একা একা হাসছিস্ যে ? ক্ষেপে গেলি নাকি ? কেবল হাসছিস যে ! ওরে— ওরে—

তুহুণ্ড। কি বলছিস্ ? হাসবার কথায় হাসব না ? যা হ'ক তুই যা মাংসটাকে পিষে দিয়েছিলি তাতে আমি বড় খুসি আছি। মদের সঙ্গে তাকে এমন ক'রে কৌশলে মিশিয়েছি যে ব্রাহ্মণ কিছু বুঝতে পারে নি, ঢক্ ঢক্ ক'রে গিলেছে। হাঃ হাঃ—জানিস সে এখন শুক্র ঠাকুরের পেটে !

অসুর রমণী। তা যাই বলিস, যদি আর কেউ এ কাজ করতে আমাকে বলত, আমি কখনই করতুম না। কেবল তোর কথা ফেলতে পারি নি ব'লে, অমন নিষ্ঠুর কাজ করলুম। এ কি সহজ কাজ একটা গোটা মানুষের মাংস পেষা ! আহা, ষেঠের বাছা গো !

তুহুণ্ড। যা যা— শত্রুর প্রতি আবার মায়া কিরে ! ষেঠের বাছা ! আমাদের মাথা খেতে এসেছিলেন—ষেঠের বাছা ! শত্রু—শত্রু— আমাদের শত্রু ! আপদ গেছে ! মরেছে না আপদ গেছে !

অসুর রমণী। তোদের শত্রু তা আমাদের কি ? সত্যি আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে। আমার মন যেন বলছে এতে কিছু ফল

হবে না। কুকার্য্যের সহায়তা করে কেবল পাপের ভাগিনী হলুম।

তুহুণ্ড। পাপ কিরে ?— পাপ কি ? শত্রু নাশে আবার পাপ কি ?

অসুর রমণী। তা পাপ না হয় হ'ক, আমার মনটা বড় খারাপ হয়েছে।

তুহুণ্ড। আরে না না, আমার বড়ই আমোদ হয়েছে, বাহবা বাহবা, কি মজাই হয়েছে! আয় আয় আমোদ কর, আমোদ কর। ও সব মায়া কান্না রেখে দে—আয় আয়। আমার আমোদ দেখে তোর আমোদ হচ্ছে না ?

দ্বৈত গীত।

তুহুণ্ড। বাহবা বাহবা বাহবা
বাহবা বা,
বেটা জন্মের মত শোধ হয়েছে
আর পাশটী ফিরবে না।

রমণী। ও তার দেহটা বড়ই নরম

তুহুণ্ড। ওরে রক্তও বেজায় গরম।

উভয়। পেটের ভিতর শেষ হয়েছে
চিহ্ন রইল না,
হায় রে চিহ্ন রইল না।

রমণী। আহা! তার মা কাঁদবে বাপ কাঁদবে
করবে কত শোক।

তুহুণ্ড। শোক সভা করবে জুটে
যত দেশের লোক।

রমণী। বাছার কপাল দেখে প্রাণটা মোর কাঁদে।

তুহুণ্ড। জানলে আগে তার সাথে
তোরে দিতুম যে বেঁধে,
সহমরণ যেতিস্ তুই আবেগে কেঁদে।

রমণী। সোনার যাদু শেষ হয়েছে
আর সূর্য্য দেখলে না!

তুহুণ্ড। মজা করে কাজ সেরেছি
ঘরে চলে যা।
ওরে ঝাঁ গুড়্ গুড়্ ঝাঁ
নাক্ তাড়াতাড়্
নাক্ তাড়াতাড়্
নাক্ তাড়াতাড়্ তা।

[ নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান ]

## ষষ্ঠ দৃশ্য।

### শুক্রাচার্য্যের আশ্রম।

( শুক্রাচার্য্য কয়েকটী ছাত্রকে মনোনিবেশ পূর্ব্বক শিক্ষা দিতেছেন।

শুক্র। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥

( সখীসহ দেবযানীর প্রবেশ )

দেবযানী। ( ব্যস্তভাবে ) পিতঃ একি হল !
গোধুলির বেলা হল অবসান
দিনমণি আঁধার টানিয়ে
অস্তমিত হল,
কৈ,
কেন কচ নাহি এল ?
গাভী সব ধীরপদে গৃহেতে ফিরিল
কেন কচে সঙ্গে নাহি হেরি তাহাদের ?
চিত্ত মন হয়েছে ব্যাকুল তার অদর্শনে।
এমন সজ্জন আমি দেখিনি কখন
স্নেহ ডোরে মোদের করেছে বন্ধন,
সেবা যত্নে তার।
কেমনে ছাড়িয়ে তারে রহিবে জীবন
তাই ভাবি মনে।
পিতা, পিতা, কচে আনি দেহ,
নিশ্চয় বিপদে পড়েছে কচ,
তা না হলে এতক্ষণ,
হাসি মুখে ফিরে এসে
তব সেবায় হইত নিরত।
বহুক্ষণ গত পিতা,
হইল তব হোম সমাপন।
উপনীত বিশ্রাম সময় এবে,

কর গো উপায় দেব, কর গো উপায়।
বিলম্বের নাহিক সময়।

শুক্র। অধৈর্য্য হওনা দেবযানী,
অধৈর্য্য হওনা,
কি বলিলে—কচ নাহি ফিরিল আশ্রমে ?
নাহি চিন্তা,
নিশ্চয় আমি তার করিব সন্ধান।
সত্যই, পুত্রাধিক আমি তারে গণি!
পরম পরিতৃপ্ত আমি তাহার সেবায়।
কর্ত্তব্য পালনে তার নাহি কভু হেলা,
নাহি কভু আলস্যের লেশ।

দেবযানী। পিতা! কখন আসিবে ফিরে ?
কেমনে বা হইবে সন্ধান ?
তুমি কি যাইবে এবে
তার অন্বেষণে ?
অথবা পাঠাইবে কোন জন তাহার কারণে ?

শুক্র। কোন চিন্তা নাই দেবযানী,
বার ত্রয় কচ বলি করি সম্বোধন,
যেথায় যে ভাবে থাকে
আসিবে নিশ্চয়।
অন্যত্র গমনের কিবা প্রয়োজন ?
আমি করি সম্বোধন—
কচ, হে বৃহস্পতি-সুত কচ!

আমি শুক্র—তব গুরু,
হে কচ, আজ্ঞা মোর করহ পালন।
( ক্ষণিক নিস্তব্ধ )
কি! প্রত্যুত্তর নাহি দেয় কচ!
নিশ্চয়, দুরাত্মা অসুর দল
পুনরায় হরেছে জীবন।

দেবযানী। পিতা, পিতা ( মূর্চ্ছা )

শুক্র। ( ব্যস্তভাবে ) দেবযানী, দেবযানী,
কাতর হওনা—চক্ষু মেলে চাও—
না কর বিলাপ। উঠ, উঠ ( উত্তোলন করি
ইন্দ্রাদি চন্দ্র সূর্য্য কালের অধীন
হলে পূর্ণকাল কভু নাহি জীয়ে।
কিন্তু প্রতিজ্ঞা আমার
মৃত্যু যদি হয়ে থাকে তার—
কায়া নাশ হয়ে থাকে যদি
তথাপি কচে আমি জীয়াব নিশ্চয়।
অন্তশ্চক্ষু এবে মোর হো'ক উন্মীলন
সঞ্জীবনী মন্ত্র বলে
জীবিত হউক তার বিগত জীবন,
দেখিব, কোথায় কচ রয়েছে এখন!
( চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান )

দেবযানী। ( কিয়ৎকাল পরে ) কৈ—মন্ত্রদানে তবু কচ
না শুনিল বাণী!

হায় হায়,
চিরতরে অস্তমিত প্রাণ তার ;
আর না ফিরিবে—
স্বর্গপুরে আর নাহি যাবে—
( দীর্ঘ নিঃশ্বাস ) দুর্ভাগ্য কচ !
বিদ্যা আশে এ প্রবাসে
হারালে জীবন !
কি বলিবে দেবগণ—
শুনে এই—মর্ম্মস্পর্শী বিষাদ সংবাদ !

শুক্র । হে কচ ! মন্ত্র বলে যেথায় যেভাবে থাক
পেয়েছ জীবন ।
এবে প্রত্যুত্তর কর দান,
পুনরায় আমি তোমায় করি সম্বোধন ।
কচ ! কচ !

কচ । ( নেপথ্যে ) গুরো, আমি কুক্ষি মাঝে তব—
কেমনে বাহিরি ?

দেবযানী । ( সাশ্চর্য্যে ) ঐ যে—ঐ যে !

শুক্র । কি ! তুমি কুক্ষিমাঝে মোর ?
কেমনে প্রবেশ তুমি করিলে ধীমান ?

কচ । ( নেপথ্যে ) সুরাসাথে মোর দেহ
করিয়া পেষণ,
দৈত্যগণ গুরুদেবে করালে ভক্ষণ !

শুক্র । কি বলিলে ?

সুরা সাথে আমি তোমায় করেছি ভক্ষণ!
লিপ্ত করিয়াছে হেন দুষ্কার্য্যে আমারে ?
দুর্ম্মতি হীন জাতি দুরাত্মা অসুর !
আমি শুক্রাচার্য্য ভৃগুর নন্দন,
হায়, হায়, সুরা সাথে ব্রাহ্মণেরে
করিনু ভক্ষণ !
আরে আরে সুরা !
তোর এতই মহিমা !
সুরাপানে মত্ত যেইজন,
ব্রহ্মবধ গোবধে তার ভীত নহে মন।
শাস্ত্রজ্ঞ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে
সুরাপানে লুপ্ত করে জ্ঞান,
হয় তারা অনুচিত কার্য্যে রত
কুকর্ম্মের করে অনুষ্ঠান।
বিপ্র হয়ে করে চণ্ডাল আচার।
উচ্চ বর্ণ বলে তাদের না থাকে বিচার।

দেবযানী। তথাপি সুরাসক্ত ব্রাহ্মণ সকল
বিরত না থাকে সুরাপানে,
ঘৃণিত বলিয়া কভু নাহি মানে ।

শুক্র। এহেন সুরারে আমি ঘৃণিত করিব ।
আজ হতে আমি করিনু বিধান
ব্রাহ্মণ হইয়া যদি করে সুরাপান,
ঊর্দ্ধস্থ পিতৃলোক পিণ্ড নাহি পাবে,
নিম্নস্থ সপ্তপর্য্যা নরক ভুঞ্জিবে।

অর্জ্জিত তপস্যার ফল
হোম, তপ, দান, শূদ্রত্ব লভিবে।
লোকেতে গণিবে তারে হীন জাতি বলি।
অস্পৃশ্য, অস্পৃশ্য সুরা ব্রাহ্মণে মানিবে।

দেবযানী। হায় পিতা!
কেমনে কচ পুনঃ আসিবে বাহিরে!
থাকিয়া জঠরে,
হয় বুঝি ব্রহ্মবধ এবে!
দেহ প্রাণ দান পিতঃ,
দেহ প্রাণ দান।

শুক্র। দেবযানী নাহি চিন্তা তব,
স্বর্গবাসী ব্রাহ্মণ কুমার
অতি প্রিয় শিষ্য যে আমার,
পুনঃ পুনঃ দৈত্যগণ করিছে নিধন
আজি তার হবে উদ্‌যাপন।

দেবযানী। তাই কর পিতা, তাই কর,
চিরজীবি কর বিপ্রসুতে,
অভেদ্য মেরু শৃঙ্গ সম।

শুক্র। নিশ্চয় করিব।
দৈত্যগণ নিজপদে হানিল কুঠার,
স্বকৃত পাপের ফলে সবংশে মজিবে!
ভেবেছিনু মনে
সঞ্জীবনী মহামন্ত্র
স্বর্গপুরে না পাবে সন্ধান।

কিন্তু দেবযানী,
কচে না জীয়ালে এবে
ব্রহ্মবধ হয় !
অন্যথা
আমারও যে জীবন সংশয়
মম কুক্ষি ভেদি যদি
হয় সে বাহির ।

দেবযানী । এ কি কথা পিতা বুঝিতে না পারি,
কি হবে উপায় দেব কি হবে উপায় ?
কেমনে বা রক্ষা পাবে উভয় জীবন ?

শুক্র । মন্ত্র শক্তি কত এখনি হেরিবে ।
( কচের প্রতি ) শুন কচ !
যদি ছদ্মবেশী কোন দেব নাহি হও,
ছলা করি যদি নাহি থাক
সঞ্জীবনী মহামন্ত্র করিব প্রদান ।
কুক্ষি মাঝে বসে মন্ত্র কর উচ্চারণ ।
সেই মন্ত্র প্রয়োগে পুনঃ জীয়াবে আমায় ।
এস, গুরু শিষ্যে সমভাবে
উভে করি উভে প্রাণদান ।

কচ । ( নেপথ্যে ) তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য মোর
দেহ মন্ত্র করিব সাধন ।

দেবযানী । ( হর্ষভরে ) ধন্য পিতা, ধন্য মন্ত্রবল !

শুক্র। ( শিষ্যগণের প্রতি ) বৎসগণ!

ক্ষণতরে অন্যত্র করহ গমন।

[ শিষ্যগণের প্রস্থান ]

( দেবযানীর প্রতি ) তুমিও মাতা

অন্তরালে রহ কিছুক্ষণ,

মহামন্ত্র শুনাইব কচে।

[ দেবযানীর প্রস্থান

( সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান এবং ক্ষণিক নীরবে অবস্থান )

হে কচ! প্রস্তুত আমি

অবিলম্বে এসহে বাহিরে।

( শয়ন )

## সপ্তম দৃশ্য।

### রাজ পথ।

( বাদ্য ভাণ্ড ও কোলাহলের সহিত কয়েকজন দেব সেনার প্রবেশ )

জনৈক সৈনিক। বাজাও মঙ্গল শঙ্খ, বাজাও দুন্দুভি,

উচ্চনাদে জয়ধ্বনি

তোল সবে গগন ভেদিয়া,

আনন্দে ভাসাও স্বর্গ—

দিগন্ত ব্যাপিয়া কর পুষ্প বরিষণ।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য
সঞ্জীবনী মহামন্ত্র
এই মাত্র অর্পিয়াছে কচে।
দেবতার হিত কল্পে স্বর্গের কল্যাণে
গুরুপুত্র কচ লভেছে দুর্লভ বিদ্যা।
উদ্দেশে প্রণাম তারে কর বন্ধুগণ।
জয় জয় জয় বল সবে।

সমবেত গীত।

জয় জয় জয়ধ্বনি তোল্ গগনে।
ভুবন ভরিয়া যাক্ সে রব শুনে,
হরিষে ভাসুক ধরা
দিগন্ত আপন হারা
নাচিয়া উঠুক হিয়া আনন্দ তানে।
ধন্য ধন্য সেই জন
দেশের কল্যাণ পণ
হাসিয়া হৃদয়ে ধরে যাচিয়া মরণে।
জয় জয় জয় বল্—
দুন্দুভি বাজিয়ে চল্
স্বরগ মঙ্গল শঙ্খ বাজা সঘনে।

[ প্রস্থান ]

## অষ্টম দৃশ্য।

### দেব সভা।

ইন্দ্র। হে দেবতা মণ্ডলি, গন্ধর্ব্ব কিন্নর
গুরুপুত্র কচ—
সঞ্জীবনী মহামন্ত্র করিয়া অর্জ্জন
আগমন স্বর্গপুরে করিছে সত্বর—
বহুক্লেশে নিজ প্রাণ করিয়া সংশয়
লভেছে দুর্লভ বিদ্যা
শুক্রের সকাশে।

বৃহস্পতি। হ'য়েছে' কি দিন স্থির ?
কবে কচ আসিবে হেথায় ?
পুত্র তরে প্রাণ মোর হ'য়েছে চঞ্চল।
বহুদিন হ'ল গত গেছে মর্ত্ত্যধামে,
বদন কমল তার হেরিতে বাসনা,
জাগিছে হৃদয়ে সদা।
কত দিন শুনি নাই স্নেহমাখা পিতৃ সম্বোধন !
তুমিও পুত্রের পিতা
জান ত' সকলি,
কি যে করে প্রাণ
অদর্শনে নয়নের মণি,
তাই দেবরাজ—
জিজ্ঞাসি তোমারে— কবে সে আসিবে ?

কবে বা হেরিব আমি
পুত্র মুখ খানি!

ইন্দ্র। দৈত্যপুরে অদ্য আমি করিব গমন
সসম্মানে গুরুপুত্রে
স্বর্গধামে আনিবার তরে।

ব্রহ্মা। হে দেবগণ! অতি সুসংবাদ!
এতদিনে মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা
আসিল ত্রিদিবে।
জান কি তোমরা
কেন এত আয়োজন এই বিদ্যা তরে?
বলি শোন,
দেবপক্ষে আছে কত গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
ইহা ভিন্ন অসুরারি দেবসেনা
সকলেই নহে ত অমর।
গতায়ুষ সকলে সম্ভবে।
এবে আর কোন চিন্তা নাই।
মৃতকল্প অথবা নির্জীব দেবগণ মাঝে
সমভাবে পাইবে জীবন।
প্রাণবায়ু যদি হয় অস্তমিত—
বিপক্ষ সমরে,
এই মন্ত্রবলে পাইবে জীবন।

ইন্দ্র। পুষ্পমাল্য পতাকায় সজ্জিত কর সবে
স্বর্গের তোরণ।

সারি সারি কদলীর বৃক্ষ আনি
রাজপথে করহ রোপন।
বারিপূর্ণ কুম্ভ, মূলে তার করহ স্থাপন।
অপ্সরা মিলিয়া সবে দিবে উলুধ্বনি।
অপ্সরাগণ! সুমধুর সঙ্গীতে কচে
কর আবাহন।
স্বর্গবাসীজন! সসম্মানে ত্রিদিব ধামে
কর আনয়ন গুরুপুত্র কচে।
উৎসবের গীতি আজি গাওরে অপ্সরা
মাতিবে সপ্ত দিবস ধরি'
এই স্বর্গপুরী।

( অপ্সরাগণের গীত )

পাতায় পাতায় ফুল ফুট্‌বে
সকল কলি জেগে উঠ্‌বে,
বইবে সুবাস চারদিকে।
বসন্তের ঐ পাগলা হাওয়া,
শরতের ঐ আকাশ ছাওয়া,
জোছ্‌না ছড়ায়ে দিবে ঐ মুখে।
হৃদয় প্রাণ আকুল হয়ে
লজ্জা সরম দূরে গিয়ে,
ছুটে যাক্ তারি পানে
ধরে রাখে কে কাকে।

[ গাইতে গাইতে প্রস্থান ]

# নবম দৃশ্য।

## বৃষপর্ব্বার মন্ত্রণাগার।

( রাজা বৃষপর্ব্বা, মন্ত্রী ও অজক )

বৃষপর্ব্বা। না অজক, আমি আর তোমাদের কোন কথা শুনতে চাই না—শুনবো না। যেমন করেই হক সেই স্বর্গের ব্রাহ্মণকে হত্যা করতেই হবে। আমি 'সঞ্জীবনী' বিদ্যা স্বর্গধামে প্রবেশ করতে দিতে পারি না, দেব না। আচ্ছা অজক, তুমি বলতে পার সেই ব্রাহ্মণের স্বর্গধামে যাত্রার দিন কবে স্থির হয়েছে? কারণ যখন 'সঞ্জীবনী' বিদ্যা সে লাভ করেছে তখন অতি সত্বরই স্বর্গধামে যাত্রা করবে।

অজক। আমি যতদূর সংবাদ পেয়েছি তার যাত্রার দিন এখনও নির্দ্দিষ্ট হয়নি।

বৃষপর্ব্বা। সাবধানে সংবাদ রাখবে। যাত্রার দিন স্থির হওয়া মাত্র যেন আমি জানতে পারি। কারণ তার স্বর্গে গমন রহিত করতেই হবে।

মন্ত্রী। মহারাজ, সে ব্রাহ্মণকে হত্যা করে স্বর্গ গমন হতে বিরত করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। গুরুদেব শুক্রাচার্য্যের জন্য আমাদের বহুবার বিফল মনোরথ হ'তে হয়েছে।

বৃষপর্ব্বা। জানি মন্ত্রী, যে জন্যে তোমরা কার্য্যসাধনে অপারগ হয়েছ এবার আমি আর সে পথ অবলম্বন করবো না, অথচ তার জীবন লীলা শেষ করবো।

অজক। আচ্ছা, যদি তাকে হত্যা না করে অন্য উপায়ে এইখানে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ রাখা যায়, তাতে ক্ষতি কি ?

মন্ত্রী। কি সে উপায় ?

অজক। আপনারা জানেন যে গুরুকন্যা দেবযানী সেই ব্রাহ্মণের প্রেমে মুগ্ধা। এমন কি মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্গছাড়া হয় না। এখন যদি দেবযানীর দ্বারা কোন রকমে এইখানে আবদ্ধ ক'রে রাখা যায় তা হলে ব্রাহ্মণও স্বর্গধামে গমন করতে পারবে না। দেবতারাও মহামন্ত্র 'সঞ্জীবনীর' সন্ধান পাবে না বরং সেই ব্রাহ্মণ আমাদের এইখানে চিরকালের জন্য বাস করবে।

মন্ত্রী। দেবযানীর দ্বারা আমাদের কোন উপকার সম্ভব এ আমি আদৌ আশা করি না ; বরঞ্চ সে বুঝতে পারলে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে।

বৃষপর্ব্বা। তোমরা কি মনে কর যে দেবযানীর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে সে 'সঞ্জীবনী' বিদ্যা লাভ করে দেবতাদের উপকার সাধনের পরিবর্ত্তে এইখানে পড়ে থাকবে ? ভুল ভুল, অজক। তার ও প্রেম কেবল স্বার্থ সাধনের জন্য।

মন্ত্রী। আপনি কি করতে চান, মহারাজ ?

বৃষপর্ব্ব। আমি কি করতে চাই—শুনবে ? আমি এমন ভাবে তাকে হত্যা করতে চাই যে, সে সংবাদ কখনই গুরুদেবের শ্রুতি গোচর হবে না, তা হলেই তার মৃত্যু নিশ্চিত। মৃত প্রাণে কে আর জীবন সঞ্চার ক'রবে ?

মন্ত্রী। সে কি করে হবে ? আমি তো বুঝতে পাচ্ছি না।

বৃষপর্ব্ব। তুমি তা বুঝবে না। যদি বুঝতে, তাহলে এ কাণ্ড আজ

ঘটতো না। আমি কি করবো জান? সেই ব্রাহ্মণ যখন স্বর্গধামে গমন করবে, পথি মধ্যে তাকে হত্যা করে, কোন নিভৃত গহ্বরে নিক্ষেপ করবো। তাহলে সে সংবাদ গুরুদেব শুক্রাচার্য্য কখনই জানতে পারবেন না; তিনি মনে করবেন তার প্রিয় শিষ্য কচ স্বর্গধামে স্বচ্ছন্দে চলে গেছে এবং দেবতারা স্বর্গে বসে মনে করবে যে তাদের গুরুপুত্র কচ অতি মনোযোগের সঙ্গে 'সঞ্জীবনী' বিদ্যা অভ্যাস করছে। এইভাবে কিছুকাল কেটে গেলে যখন সেই ব্রাহ্মণের দেহ চিহ্নহীন হয়ে যাবে, তখন গুরুদেব সংবাদ পেলেও প্রাণদান দিতে সমর্থ হবেন না। কেমন, মন্ত্রী বিবেচনা করে দেখ এ কার্য্য সহজসাধ্য কি না।

মন্ত্রী। সহজসাধ্য বটে কিন্তু সে যদি গুপ্তভাবে চলে যায়?

বৃষপর্ব্বা। সে জন্যই তো অজককে সদাসর্ব্বদা সংবাদ রাখতে বলছি। যাও, এ কার্য্যের জন্য এখনই প্রস্তুত হও গে। সুদক্ষ কর্ম্মচারী নিয়োগ করবে। তারা যেন অতি সাবধানে কার্য্য সম্পন্ন করে। তাদের আরও বলবে যে, ব্রাহ্মণকে হত্যা করে গহ্বর মধ্যে নিক্ষেপ করে অগ্নি সংযোগে তার দেহ যেন ভস্মীভূত করে ফেলে।

অজক। কিন্তু মহারাজ, যদি স্বর্গ হতে ইন্দ্রাদি দেবগণ এসে তাকে সঙ্গে করে লয়ে যায়, তখন কি উপায় হবে?

বৃষপর্ব্বা। যদি দেবগণ আসে, যুদ্ধ হবে। তার জন্য আমি প্রস্তুত থাকবো। যাও, তোমরা এই মুহূর্ত্তেই স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, আর ক্ষণকাল বিলম্ব করো না। যাও মন্ত্রী, আমার আজ্ঞা

পালন কর গিয়ে। আর সেনাপতিকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও।

[ মন্ত্রী ও অজকের প্রস্থান ]

এই অকর্ম্মণ্যদের উপর কার্য্যভার অর্পন করে বিপদ ঘটেছে। আমি আজ হতে স্বহস্তে কার্য্যভার গ্রহণ করবো। দেখি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ কেমন ক'রে কচকে রক্ষা করে। কচ! কচ! তোমার আর রক্ষা নাই, সুপ্তসিংহ জাগরিত হয়েছে।

[ বেগে প্রস্থান ]

## দশম দৃশ্য।

### শুক্রের বাটীর সংলগ্ন পথ।

( ধীর পদে কচ যাইতেছে, সহসা ইন্দ্রের প্রবেশ )

ইন্দ্র। ( ত্রস্তভাবে ) এই যে গুরুপুত্র,
চল দ্রুতগতি, চল যাই নন্দন আলয়।
বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।
লভিয়ে দুর্লভ বিদ্যা
সমুচিত নহে হেথা অপেক্ষিতে আর।
বড়ই উৎসুকে আছে স্বর্গবাসীজন।
তব পিতা পথ মাঝে রয়েছে দাঁড়ায়ে।
তাই বলি এস কচ, এস মোর সাথে।
বিপদ ঘটিতে পারে বিলম্বে হেথায়।

কচ। ( হর্ষ ভরে ) দেবরাজ, দেবরাজ. প্রস্তুত আমি,
এখনি করিব যাত্রা পশ্চাতে তোমার।

ইন্দ্র। বেশ, বেশ, চল দ্রুতগতি।

( ইন্দ্রের পশ্চাতে কচের কিয়দ্দূর গমন )

কচ। ( হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়াইয়া ) না, না, হে বাসব, ক্ষমা কর,
না লয়ে বিদায় গুরুদেব পাশে
উচিত না হয় মোর করিতে গমন,
আমা হ'তে হেন কার্য্য
না হবে কদাচন।
ফিরে যাই গুরুপদে লইতে বিদায়,
ক্ষণ তিষ্ঠ দেবরাজ
এই তরুর ছায়ায়,
আমি আসিব এখনি।

ইন্দ্র। এস দ্রুতগতি, অতি সাবধানে,
আমি অপেক্ষি হেথায়।
না করিবে সাক্ষাৎ গুরুদেব বিনা
অন্য জন সাথে।

কচ। ( প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে স্বগত ) অতীব গর্হিত কার্য্য
হইবে আমার,
গুপ্ত ভাবে যদি চলে যাই।
না, দেবযানী আর গুরুপদে লইয়ে বিদায়
স্বর্গপুরে করিব প্রয়াণ।

সেই ত সুখস্বর্গ, নন্দন আলয় !
তবু কেন যাইতে সেথায়
বিচলিত চিত্ত আজ হইছে আমার !
নিশ্চয় বদ্ধ আমি এই স্থানে
কি যে মোহ কিসের মায়ায়।
তা যা হ'ক, তবু যেতে হবে—
কর্ত্তব্য পালন, দেবতার হিত
আর স্বরগ রক্ষণ
ন্যস্ত, ন্যস্ত আজি আমার মস্তকে—

[ বেগে প্রস্থান ]

## একাদশ দৃশ্য।

### উপবন।

ময়ূর ময়ূরী বিচরণ করিতেছে। পারাবতগণ বিক্ষিপ্ত শস্য ভক্ষণ করিতেছে। বৎস সহ গাভী শুইয়া আছে। আশ্রম মৃগ বিচরণ করিতেছে। দেবযানী নিজ মনে গান গাইতেছে।

দেবযানীর গীত।

কত কথা জাগে প্রাণে, যখন থাকে আড়ালে,
চোখে চোখে হলে দেখা
মুখ খানি তার সোহাগ মাখা,
মনে পড়ে সেই শুধু, আর সকলি যাই ভুলে।

আজীবন যে গান গেয়েছি
মন থেকে সে যায় যে মুছি,
কণ্ঠলগ্ন ফুলের মালা, যায় যে ধুয়ে অশ্রুজলে।
মাথার উপর পাখীর গানে
চম্‌কে উঠি তন্দ্রা ভেঙ্গে,
বদন খানি করে নত, চেয়ে থাকি ভূমি তলে।

( কচের প্রবেশ )

কচ। দেবযানী!

দেবযানী। কে—কচ?

কচ। দেবযানী,
আচার্য্য দেবের পদে করিয়ে প্রণতি,
আসিয়াছি তব কাছে লইতে বিদায়।
যেতে স্বর্গপুরে, আজ্ঞা দেহ মোরে।

দেবযানী। ( সহাস্যে ) মিথ্যা বলি কেন কর প্রতারণা?
বিদ্যা অর্জ্জন সাথে বেশ
রহস্য চর্চ্চাও কিছু করেছ সাধনা!
ভেবেছিনু,
তোমারে অতীব সরল!
সে সব ধারণা আজ হ'ল অপসৃত।

কচ। দেবযানী,
মিথ্যা নাহি জানি।
আজি হতে সাঙ্গ হল মোর
তব গৃহ বাস।

করি পাঠ সমাপন
স্বর্গপুরে হবে মোর করিতে গমন।

দেবযানী। হয়েছে কি পাঠ সমাপন?
পেয়েছ কি সেই বিদ্যা
এত সাধনার ধন?
নির্ব্বাসন যার তরে তব
এই দৈত্যপুরে?
তবে মানি,
অতি যত্নে মৃত্যু লয়ে কোলে,
গুরুর সকাশে লভেছ দুর্লভ মন্ত্র।
এ প্রবাসে অতীব ক্লেশে
কাটায়েছ বহুদিন।
আমাদের বহু ত্রুটী
আজি পড়ে মনে—
ক্ষমা ভিক্ষা মাগি তার তরে।
করিবে কি ক্ষমা,
এই বিদায়ের ক্ষণে?

কচ। ত্রুটী কোথা দেবযানী
দাস তব আমি।
দুঃখ ক্লেশ—কিছু নাহি গণি!
কৃতজ্ঞতায় বদ্ধ আমি
যতদিন এ দেহেতে রহিবে পরাণি।

দেবযানী। ( ব্যঙ্গচ্ছলে ) ধন্য, ধন্য কচ,
অতি কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ!
আজ হয়ে পূর্ণকাম
চলিয়াছ নন্দন আলয়ে!
বিদ্যাতরেই এসেছিলে—
বিদ্যা লয়ে গেলে!
( সহাস্যে ) আর কিছু নাহি লবে সাথে,
কেমনে কাটাবে দিন সেই স্বর্গপুরে?

কচ। ( উদাস ভাবে ) সত্য কথা, বিদ্যা তরেই এসেছিনু!
( দেবযানীর প্রতি ) কি করিব?
আর কিছু লয়ে যেতে নাহি অনুমতি।

দেবযানী। কেন? বিদ্যাতরে গুরুগৃহ বাস,
বিদ্যাতরে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের পালন,
এবে হ'ল সেই বিদ্যা সমাপন;
গুরু গৃহ ত্যাগ সাথে
ব্রহ্মচর্য্যেরও তব হবে উদ্‌যাপন।
সঙ্গ লহ মোরে, সেই স্বর্গপুরে
সাজাব তোমায় পারিজাত হারে।
সান্ধ্য সমীরণ করিব সেবন
বসি মন্দাকিনী তীরে।
যবে শ্রান্ত হবে তুমি শুষ্ক শাস্ত্র অধ্যয়নে,
সুরস করিব মন
ভক্তিপূর্ণ সেবা ও যতনে।

কচ। ( চমকিত হইয়া ) না না— না দেবযানী,
গুরু কন্যা সঙ্গে লয়ে করিলে গমন
কি বলিবে মোরে সবে স্বর্গবাসীজন ?
মিছামিছি হব আমি নিন্দার ভাজন !

দেবযানী। ( রাগতঃ স্বরে ) কি বলিলে !
মিছামিছি হবে তুমি নিন্দার ভাজন !
আমি দৈত্যগুরু শুক্রের নন্দিনী—
স্বর্গে কি শুনে নি কেহ
নাম দেবযানী ?
তুমি দেবগুরু জীবের তনয়
অযশ ঘোষিবে স্বর্গে
যদি লও মোরে সাথে ?
( কচের তূষ্ণীম্ভাব )
কেন মৌনী ? কহ সত্য বাণী !
তবে কি তোমারে আমি বুঝিয়াছি ভুল ?
অপাত্রে সপেছি প্রেম
হইয়া আকুল, প্রাণ বিনিময়ে !
হায় হায়, প্রতারণা !— প্রতারণা !
ভালবাসা ছলা করি
আশাতরু করিলে নির্ম্মূল !

কচ। প্রতারণা নাহি জানি,
দেবযানী ! দেবযানী !
( কম্পিত স্বরে ) ভালবাসি—ভালবাসি

দেবযানী। ভালবাস ?

কচ। ভালবাসি কিনা জানেন ঈশ্বর,
তিনিই জানেন শুধু মনের বেদন,
স্বার্থহীন ভালবাসা মোর
আছে ঘিরে বাঞ্ছিতে ব্যাপিয়া !

দেবযানী। ( গম্ভীর ভাবে ) বেশ, তবে স্বর্গপুরে যশ নিন্দায়
কিবা আসে যায় !
( বিনীত ভাবে ) থাকনা হেথায়, কেন যাবে ?
দেবতা সম্মান তরে করিছ গমন ?
ততোধিক মান তব দিবে দৈত্যগণ।
অভিনব স্বর্গ হেথা করিব স্থাপন।
পূর্ব্বে যাহা বলেছিলে— দেখ মনে করি।
বিদ্যার যশ রশ্মি তব পশিবে ত্রিদিবে।
স্বর্গ হতে বিদ্যার্থী কত আসিবে এখানে,
যেমন এসেছিলে তুমি, মম পিতৃ সন্নিধানে।
মোরা দুইজনে ভুঞ্জিব অতুল সুখ
এই নব স্বর্গধামে।

কচ। বৃথা—এত কথা দেবযানী, বৃথা !
আমি তোমায় ভগ্নী বলি মানি।

দেবযানী। ( কম্পিত স্বরে ) কচ ! কচ ! কবে ? কবে ?
কোথা হ'তে হেন জ্ঞান হইল উদয় ?

কচ। মিথ্যা বলিব না,
তব প্রেমের নাহিক তুলনা,
কিন্তু দেবযানী, গুরুর নন্দিনী মম !

যে গুরু হ'তে তব অস্থি মাংস দেহ,
যে গুরু হ'তে তুমি লভেছ জনম,
সেই গুরু জঠরে পুনঃ জনম আমার ;
সহোদরা ভগ্নীসমা হয়নি কি তাতে ?
দেবযানী, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।
প্রাণদাত্রী অধিষ্ঠাত্রী দেবী যে আমার,
সেবিব, সেবা নাহি চাই, মিনতি দাসের।

দেবযানী। হায়, মূর্খা আমি !
তাই স্বর্গবাসী চরিত্র কথা শুনিয়া শ্রবণে
প্রতারণা চৌর্য্য বৃত্তি যাদের অঙ্গের ভূষণ !
হে ব্রাহ্মণ,
তোমারি কুলের জানি কলঙ্ক কাহিনী !
শ্রুতি স্তব্ধ সমুচিত—যাহা পশিলে শ্রবণে।
জেনে শুনে— এ চরিত্রহীনে দিয়েছিনু স্থান ;
অকাতরে প্রেমদানে করিনু বরণ !
উপযুক্ত হল প্রতিদান !
তাই বুঝি বিপ্রের নন্দন
নীচমন প্রতারণা—
সেবা ছলে করিয়ে গোপন
হরেছিলে আচার্য্যের মন,
শুধু তব হীন স্বার্থ আশে ;
মজাইতে সরলা বালিকা !

কচ। না না,
কেবল সঞ্জীবনী মন্ত্রতরে
ধ'রে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত এসেছিনু এই পুরে!
ছলনার কোনো কথা নাহি ছিল মনে।
অকাতরে সাধিয়াছি
কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা বুঝিয়াছি প্রাণে।

দেবযানী। কর্ত্তব্য আর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত!—সে তব কথার কথন।
এই কি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত—
রমণীর মন তরে সেবা অবিরত?
এই কি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত—
প্রেম আশে গুরুকন্যা পাশে
সতত ভ্রমণ?
এবে স্বার্থ সিদ্ধি করি
মুষ্টি মাঝে পাইয়ে অবলা,
অনায়াসে চাহ দলিবারে!
হা নিঠুর! হা প্রতারক!
নিস্ফল করিলে জীবন—
ঢালিয়া হৃদয়ে দিলে জলন্ত পাবক!
মজায়ে সরলা বালা চলিয়াছ স্বর্গপুরে
স্ফীত বক্ষ, উচ্চ শিরে,
ছিন্ন করি
অযাচিত কণ্ঠ লগ্ন কুসুমের মালা!

( মূর্চ্ছাভাবাপন্ন )

কচ। ( ব্যস্তভাবে ) দেবযানী, দেবযানী !
অধীরা হয়োনা,
মাগি ভিক্ষা চরণে তোমার !
উঠ, উঠ, রাখ গো মিনতি !

দেবযানী। ( উত্থিত হইয়া কাতর ভাবে ) হে ব্রাহ্মণ,
কেন তুমি এসেছিলে ক্ষণিকের তরে ?
কেন তুমি পশেছিলে হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে ?
এতকাল প্রকাশ করনি কেন
যাহা ছিল তব মনে ?
এবে যুদ্ধজয়ী সেনানীর প্রায়
চলিয়াছ মদগর্ব্বে
উপাড়ি হৃদি পিণ্ড মম—
হেলায় খেলায় !
নিষ্ফল—নিষ্ফল জীবন আমার,
ভবিষ্যতে কি রহিল আর ?
যা রহিল — ছায়ামাত্র—
নিতান্ত অসার !
( ভূমিতে উপবেশন )

কচ। ভেবেছিনু বিদায়ের কালে বলিব না কোন কথা,
প্রকাশিত নাহি হবে হৃদয়ের মর্ম্মভেদী
পুঞ্জীকৃত ব্যথা !
কিন্তু তুমি দেবযানী,
পুনঃ পুনঃ পরুষ কর্কশবাণী,
মমোপরি করি বরিষণ

উদ্‌ঘাটিত করে দিলে হৃদয়ের দ্বার !
তবে শুন—
নিষ্ফল করিয়াছি জীবন তোমার ?
জান না দেবযানী—জাননা, জান না,
কি জ্বালায় জ্বলিতেছি
দিবানিশি দাবানল সম—
জানেন অন্তর্য্যামী !
কার তরে এসেছিনু—
এত কাল পরে কি ল'য়ে চলিনু !
সেই বিদ্যা !
যে বিদ্যার তরে এই সুদীর্ঘ প্রবাস !
যে বিদ্যার তরে এই কঠোর আয়াস !
উৎসর্গ করিয়া জীবন,
যে বিদ্যার তরে
শিয়রে মৃত্যু লয়ে করেছি শয়ন !
তারে কি করেছি সাধন ?

দেবযানী। তবে কি এতকাল
বিদ্যালাভ ছলা করি
শুধু করিয়াছ খেলা ?
করনি কি অধ্যয়ন গুরুদেব পাশে ?
করনি কি শাস্ত্র আলোচনা ?

কচ। কি করিয়াছি জানি আমি,
অমর্য্যাদা করিয়াছি অধীত বিদ্যায়,
আবৃত্তি মাত্র তার করিয়াছি সার !

শিক্ষিত বিহঙ্গের ন্যায়
শোনা বুলি ধরিয়াছি।
মানসিক দুর্ব্বলতা পুষিয়া অন্তরে
একাগ্র চিত্তবৃত্তি ফেলিয়া সুদূরে,
শাস্ত্র স্মৃতি বেদ অধ্যয়ন
আবৃত্তি করিলে শুধু হয় কি সাধন ?
নিজ দোষ করিনু স্বীকার,
মজিয়াছি নিজে তার ফলে।
তাতে
কোনো ক্লেশ কোনো ক্ষতি হয়নি তোমার!

দেবযানী। তবে,
আমিই কি দিয়াছি বাধা তব অধ্যয়নে,
কিংবা সাধনার ছিনু অন্তরায় ?
তুমি ছিলে নিবিষ্ট শুধু বিদ্যা আরাধনে!
আর কিছু নাহি ছিল মনে ?
নাহি ছিল চাঞ্চল্য চিত্তেতে তোমার ?
মনোযোগী বিদ্যার্থী
যেন শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালক!

কচ। তবে শুন দেবযানী,
হৃদয়ে গোপন কিছু না রাখিব আর,
অধীত বিদ্যা করিতে সাধন
আয়োজন করি নিভৃতে বসেছি যবে—
অমনি,
সদ্যস্নাত-আর্দ্র কেশে নীলাম্বরী পরিধিয়ে

মূর্ত্তিমতী হয়ে তুমি, মম হৃদয় মন্দিরে
উঠিতে জাগিয়া।
পুনঃ,
সাধনার তরে গিয়ে দূর বনান্তরে
একাকী রয়েছি বসি --
কোথা শুনি তব কণ্ঠস্বর
অমনি দূরে ফেলি পুঁথিপাতি নীরস অক্ষর—
আসিতাম ছুটে।
কেন, কেন দেবযানী— কভু বুঝেছ কি তুমি ?
—তোমারে খুঁজিতে।
কতবার,
বসেছি গুরুর নিকটে
দৃঢ় করি মন,
নিবিষ্ট চিত্ত করিয়া সে পাঠে—
যেমনি দেখেছি তব আধ হাসি ছবি —
কোনো ছলা করি
গুরুপাশ হতে, পড়িয়াছি উঠি !
কর্ম্মনাশা জলে করি সাধনা বর্জ্জন !
কত দোষ দেবযানী— কত দোষ,
আমি বলিতে অক্ষম।

দেবযানী। কেন—কে বলিবে দোষী বিপ্রে,
যবে সসম্মানে উচ্চশিরে,
উল্লাসে পশিবে গিয়ে দেবেন্দ্র সমাজে ?
যথা বহু আড়ম্বরে পূজা সাঙ্গ করি

নিমজ্জিয়া নদীগর্ভে দেবীর প্রতিমা
বাদ্য ভাণ্ড সহ লোক
ফিরে আসে ঘরে,
সমাপনি স্মৃতির তর্পণ ;
কিংবা
রণ ক্লান্ত সেনানীর প্রায়
যুদ্ধ জিনি ফিরে সবে
মনের উল্লাসে
ভুলি যত অতীতের কথা ;
সেইরূপ
তুমিও চলেছ ফিরে মত্ত মাতোয়ারা
পিছে ফেলি অতীতের খেলা।

কচ।　যুদ্ধজয়ী সেনানী আখ্যা দিলে যে আমায়
না না, দেবি ! কভু নয়
আমি-এই যুদ্ধ ক্ষেত্রে
শর্করা বাহী বলদের প্রায়,
বহিয়ে লয়েছি বিদ্যায়.
কণ্ঠে স্থান দিয়েছি তাহায়।
কোথায় পাইব বল তার মধুরতা ?
কাজ নাই বৃথা তর্কে ;
না বুঝিবে তুমি এই মরমের ব্যথা।
হে দেবি ! হে দেবযানী,
বিষাদ মুছিয়া ফেল বিদায়ের কালে,

একটী বার দেখ মুখ তুলে—
আশীর্ব্বাদ করি আমি—

দেবযানী। ( ক্রোধভরে ) নাহি মাগি আশীর্ব্বাদ তব !
যে বিদ্যার ভারবাহী বলি
নিজেরে দোষিলে—
সাধনার ব্যাঘাত আমি
দিলে অনুযোগ,
যাও স্বর্গপুরে—
থাক তার ভারবাহী হ'য়ে—
কণ্ঠগত রবে সঞ্জীবনী মহামন্ত্র.
ভাগ্য বশে লভিয়াছ যাহা,
পারিবে না করিতে প্রয়োগ !

কচ। ( ক্ষণ বিচলিত ভাব, তৎক্ষণাৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া )
তথাপি আশীর্ব্বাদ করি আমি—
তুমি রাজরাণী হবে,
রাজার দুহিতা তব চরণ সেবিবে,
আর সে গৌরবে—
মনে রেখ, মনে রেখ,
এই অধম ব্রাহ্মণে—
ঘৃণা ভুলি সহোদর জ্ঞানে।

[ কচের বেগে প্রস্থান ]

## দ্বাদশ দৃশ্য।

### পথ।

( কামরতির গাইতে গাইতে প্রবেশ )

গীত।

প্রেম প্রেম করে সবাই ছুটে,
ফিরে পায় বল কয় জনা।
দেখ চাঁদের সাথে কুমুদিনী প্রেম
চক্ষে মিটায় কামনা।
কেউ প্রেমের তরে গৃহ ছাড়া,
কেউ প্রেমের তরে আত্মহারা,
আদি অন্ত সবই মোহ
কাচকে ভাবে সোণা।
ধর্ম্ম কর্ম্ম জীবন মরণ
প্রেমের মোহে সব উদ্‌যাপন
তরী ডুবোয় ঘাটে এসে
বহে স্মৃতির যাতনা।
আমরা বিলাই অকাতরে
সেই প্রেমেরই বাসনা।

[ প্রস্থান ]

## ত্রয়োদশ দৃশ্য।

### দেব সভা।

( দেবগণ কচের আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত ভাবে বসিয়া আছেন। ঐক্যতান বাদনের সহিত অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছে।

দূতের প্রবেশ।

বৃহস্পতি। কি সংবাদ, দূত?

দূত। সংবাদ শুভ, গুরুদেব! দেবরাজ গুরুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গে এসে পৌচেছেন!

বৃহস্পতি। পৌচেছেন? তাদের আস্‌তে এত বিলম্ব হ'ল কেন?

দূত। পথিমধ্যে বড়ই বিঘ্ন উপস্থিত হয়েছিল।

বৃহস্পতি। বিঘ্ন! কি বিঘ্ন?

দূত। দৈত্যরা স্বর্গাগমনের সমস্ত পথ অবরুদ্ধ করেছিল। এমন কি দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বা স্বয়ং মানস সরোবরের পথে সৈন্য নিয়ে অবস্থান কর্‌ছিলেন। এমন কোন পথ ছিল না যার সাহায্যে নিরাপদে আসা যায়।

বৃহস্পতি তারপর? তারপর?

দূত। তারপর দৈত্যদের অজ্ঞাত একটী গুপ্তপথ অবলম্বন ক'রে দেবরাজ গুরুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বিনা রক্তপাতে স্বর্গে ফিরে এসেছেন! এই গুপ্তপথ না থাকলে দৈত্যদের সঙ্গে ভীষণ 'যুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল। তাতেই এত বিলম্ব হয়ে পড়েছে, গুরুদেব।

বৃহস্পতি। দেবরাজ আর কত দূর? কতক্ষণে সভায় এসে উপস্থিত হবেন?

দূত। তাঁরা এসে পড়লেন আর কি। আর বিলম্ব নাই।

( অদূরে বাদ্যোদম এবং কোলাহল, সকলের নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ। )

বৃহস্পতি। ঐ ঐ—এসেছে, এসেছে!

( পুষ্পমাল্য চন্দনে সজ্জিত কচের হস্তধারণ পূর্ব্বক
দেবরাজ ইন্দ্রের প্রবেশ। )

অপ্সরাগণের অভিবাদন গীতি।

এস এস এস হে
নবীন তাপস।
গাই আজ তব গাথা
তোমারি সুযশ।
পারিজাতের মালা গাথি দিতে তব গলে,
পাখালিতে ঐ পদ মন্দাকিনী জলে,
ছুটিয়ে এসেছি মোরা
বিহ্বল বিবশ,
সাজাতে তোমারে ওগো
করেছি মানস।

যবনিকা।